সভাষ্য

শরণাগতি

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত-

শ্রীশরণাগতি

নবদ্বীপ-শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের

প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য অনন্তশ্রী-বিভূষিত

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ-

কৃত

শ্রীলঘুচন্দ্রিকাভাষ্য

সহিত

তদীয় প্রিয়তমপার্ষদ, তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ও স্থলাভিষিক্ত

সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের

প্রেরণা, কৃপানির্দ্দেশ ও সম্পাদনায়

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ হইতে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তি আনন্দ সাগর কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম বাংলা সংস্করণ—
গৌরাবির্ভাব তিথি
শ্রীগৌরাব্দ—৪৬৪
বঙ্গাব্দ—১৩৫৬

দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ—
আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ মহারাজের আবির্ভাব তিথি
ইং ২৩/১২/৯১

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের সুবর্ণ-জয়ন্তী ১৯৪১—১৯৯১

সেবা-সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থানঃ—

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, পশ্চিম বঙ্গ।
পিন—৭৪১৩০২, ফোন—নবদ্বীপ ৮৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ (রেজিঃ)
৪৮৭, দমদম পর্ক (৩নং পুকুরের নিকট)
কলিকাতা—৭০০০৫৫ ফোন—৫৯৫১৭৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড, গৌরবাটসাহী,
পুরী, পিন—৭৫২০০১, উড়িষ্যা।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্রাম ও পোঃ—হাপানিয়া, জেলা—বর্দ্ধমান,
পশ্চিমবঙ্গ।

Printed by Singapore National Printers

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দরজীউ

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ—

সম্পাদকের নিবেদন

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নিত্য-সিদ্ধপার্ষদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় 'শরণাগতি' নামক গীতিপুস্তিকা খানিতে শুদ্ধভক্তির মূলনিদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শরণাগতি ও অকিঞ্চনত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"শরণাগতের, অকিঞ্চনের—একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে 'আত্মসমর্পণ' ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম ॥"

অকিঞ্চন হইয়া প্রকৃতশ্রদ্ধা হৃদয়ে ধারণপুর্ব্বক সর্ব্বতো-ভাবে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয়কেই শরণাগতি বলে। শ্রুতি, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীভগবদ্গীতা, রামায়ণ ও পুরাণাদি বেদানুগ শাস্ত্রে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের লেখনীতেও শরণাগতির

মূলশিক্ষা দৃষ্ট হয়। এখানে অবগতির নিমিত্ত কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

যথা শ্রুতি—

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।"

(ছান্দোগ্য ৮/১৩/১)

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো ব্রহ্মবিদ্যাং
তস্মৈ গাঃ পালয়তি স্ম কৃষ্ণঃ।
তং হি দেবমাত্মবৃত্তিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমমুং ব্রজেৎ ।।"

(তাপন্যাং)

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতিদিব্যম্ ।।"

(মুণ্ডকঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত—

"তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ।।

"মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্ ।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ।।"

(উদ্ধবপ্রতি ভগবদ্বাক্যং)

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ।।"

(১১/৫/৪১)

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত সমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
মমাত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ।।"

"যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্ ।।"

(২/৭/৪২)

"কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াৎ"

(অক্রূরস্য)

“অহো বকী যং স্তনকালকূটং

জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী ।

লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং

কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ।।”

(শ্রীউদ্ধবস্য)

“যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ ।।”

(৩/২৩/৪২)

“নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা ।

শ্রেয়শ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ।।”

(শ্রীভগবদ্বাক্যম্)

“সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং”

(১০/১৪/৫৮)

“চিরমিহ বৃজিনার্ত্তঃ”

(মুচুকুন্দস্য)

"তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-
মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি ।"
(শ্রীরুক্মিণীদেব্যাঃ)

শ্রীভগবদ্গীতা—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ।।"

"ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত ।"

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।।"

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।"
ইত্যাদি

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—

"স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে ।
পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ।।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—

"প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতং ।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্ ।।"

বৃহন্নারদীয় পুরাণ—

"সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে মোহনিদ্রাসমাকুলে ।
যে হরিং শরণং যান্তি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ।।
"পরমার্থমশেষস্য জগতামাদিকারণম্ ।
শরণ্যং শরণং যাতো গোবিন্দং নাবসীদতি ।।"

পদ্মপুরাণ—

"অহংকৃতির্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ ।
তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রি স্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে ।।
ভগবৎপরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ ।
তস্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ ।।"

নারসিংহ—

"ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনম্ ।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্ ।।"

"শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দশরণা মুক্তা ভবন্তি দ্বিজ ।।"

শ্রীরামায়ণ—

"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে ।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ।।"

শ্রীমন্মহাপরভুর পূর্ব্বে আচার্য্যগণ—

শ্রীযামুনাচার্য্য—

ন ধর্ম্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে ।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্য ত্বৎ পাদমূলং শরণং প্রপদ্যে ।।"

শ্রীকুলশেখর—

"ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং
সুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারার্দ্দিতানাম্ ।
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং
ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্ ।।"

ইত্যাদি, ইত্যাদি

পরম করুণাময় অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে শরণাগতির

শিক্ষা জগৎকে দান করিয়া গিয়াছেন তাহা অনন্যসিদ্ধ। কেননা তাহা অখিলরসের আকরবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা সম্পদ-লাভের উপযোগী। তদনুগ মহাজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই শরণাগতির কথা এই গ্রন্থে জগজ্জীবকে শিক্ষাদান করিয়াছেন।

শরণাগতির দ্বারাই বিষ্ণুর পরম পদ ও কৃষ্ণসেবা লভ্য হইয়া থাকে। শরণাগতবৎসল ভগবান্ নিজ প্রপন্নগণের সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া চিত্তে নিজ অপ্রাকৃত স্বরূপমাধুর্য্য বর্ষণ করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন "ভগবানের সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বদর্শন দ্বারা নিখিল জীবাদিতে যে অপৃথক্ দৃষ্টি তাহাই শরণাগতি" কিন্তু ইহা জ্ঞান ভক্তিরই অন্তর্গত, অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তিপর বিচার নহে।

আমরা ভোক্তৃত্বাভিমানী হইয়া ভগবানকে ভূলিয়া এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বদা ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধিভূত হইতেছি। নানা অনর্থ আমাদের স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটাইয়া আমরা যে শ্রীকৃষ্ণদাস, অমৃতের সন্তান, তাহা ভুলাইয়া মায়া দাস্যরূপ

বিরূপদান করিয়াছে। পরদুঃখদুঃখী শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাই গাহিয়াছেন—

"বিনোদ কহে হায় হায়
হরিদাস হরি নাহি পায়।"

এজগতে আমরা বহু চেষ্টা করিয়া সুখ আহরণ করিতে পারিব না কেননা সুখস্বরূপ আনন্দস্বরূপ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকেই দূরে ঠেলিয়াছি।

আমাদিগকে প্রকৃত সুখ লাভ করিতে হইলে সেই বেদোক্ত 'রসো বৈ সঃ' পুরুষের ভজনা করিতে হইবে। সেই জন্য মহাজনগণ বলেন নিষ্কিঞ্চন হইয়া সেই বেদোক্ত 'রসো বৈ সঃ' পুরুষের পাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত জীবসমূহের গত্যন্তর নাই।

শরণাগতি ব্যতীত 'তদীয়ত্ব'ই অসিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই কারণে পণ্ডিতগণ শরণাগতির অপূর্ব্ব ফলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণবতন্ত্রে এই শরণাগতির লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

“আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্ ।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ।।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ।।”

এই ছয় প্রকার শরণাগতির মধ্যে ‘গোপ্তৃত্বে বরণ’ই অঙ্গী, আর পাঁচটী অঙ্গ ।

এই রক্ষকরূপে বরণ কায়িক, বাচিক ও মানসিকভেদে ত্রিবিধ । যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

“তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্ ।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ।।”

সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্না প্রপত্তি শীঘ্রই সম্পূর্ণ ফলদান করিয়া থাকেন । অন্যথা যথাসম্পত্তি ফললাভ হইয়া থাকে ।

সেই শরণাগতি শিক্ষা করিতে হইলে জীবগণকে শরণাগতি শিক্ষক (আচার্য্যদ্বয়-শ্রীরূপ-সনাতনাভিন্ন) আদর্শ অপ্রাকৃত ভক্তি-বিগ্রহ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিতে হইবে—

"কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম ॥"

মদীয় পরমগুরুদেব বৈষ্ণবাচার্য্যভাস্কর পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বাণীতে দেখিতে পাই "শরণাগতিগীতির বহুল প্রচারেই ভুবন মঙ্গল সাধিত হইবে।" তাই তাঁর বাণী ও অভীষ্ট অনুসরণে মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যানন্দবিগ্রহ ওঁ অষ্টোত্তর শত-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি রক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ নিখিলজীব-কল্যাণের নিমিত্ত শ্রীশরণাগতির পদাবলীর সুখবোধের উপযোগী 'শ্রীলঘুচন্দ্রিকা' নামক ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

শরণার্থিগণের শ্রীভগবচ্চরণাভিমুখে গতি পথ দর্শনের সুবিধার জন্য উহা এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইল। তাঁহার ভুবনমঙ্গলময়ী কৃপাশির্ব্বাদ লাভ করিয়াই মাদৃশ অযোগ্য সেবকাধম এই গ্রন্থ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্কলিত 'শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্' নামক শরণাগতি সম্বন্ধীয় একখানি অপূর্ব্বগ্রন্থের উল্লেখ করিবার

লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উহাতে প্রপত্তিবিষয়ক অনেক মৌলিকতথ্য ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রভৃতি শ্রদ্ধালু ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রবীণ পাঠকগণের সুবিধার জন্য এই সংস্করণ বড় অক্ষরে মূল এবং তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অক্ষরে ভাষ্য শেষে শরণাগতের প্রার্থনা, সর্ব্বশেষে শ্রীগুরুবন্দনা প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত হইয়া বিশ্বমঙ্গলসাধনের জন্য প্রকাশিত হইলেন।

আমার বহুবিধ অযোগ্যতা নিবন্ধন এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তিকাতেও ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। পতিত পাবন বৈষ্ণবগণ ও সহৃদয় পাঠকবর্গ এই অধমজনকে ক্ষমা ও অমায়ায় দয়া প্রকাশ করিয়া শোধনপূর্ব্বক শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবনোপযোগী করিয়া লইবেন।

পরিশেষে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণে দীনের প্রার্থনা এই যে শ্রীশরণাগতি গ্রন্থ পৃথিবীর সর্ব্বত্র নিজের অপ্রাকৃত স্বরূপমাধুর্য্য

প্রকাশ পূর্ব্বক জগজ্জীবের নিত্যকল্যাণ বিধান করুন। ইতি—

—সম্পাদক—

শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

বিদ্যারঞ্জন।

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

শ্রীশরণাগতি

(১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি' ।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি' ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ—

শ্রীলঘুচন্দ্রিকা ।

মঙ্গলাচরণ

মহাপ্রভু-শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য
রূপানুগ-জনের জীবন ।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর শ্রীস্বরূপদামোদর
শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন ॥
রূপপ্রিয় মহাজন জীবরঘুনাথ হন
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস ।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর নরোত্তম সেবাপর
যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ ॥

বিশ্বনাথ ভক্তসাথ বলদেব-জগন্নাথ
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর শ্রীগৌর-কিশোর-বর
হরি ভজনেতে যাঁর মোদ ॥
তদনুগ মহাজন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-ধন
যেবা দিল পুরি' জগ কাম।
শ্রীবার্ষভানবীবরা সদা সেব্য-সেবাপরা
তাঁহার 'দয়িতদাস' নাম ॥
জীবাভিন্ন দেহ দিব্য স্বরূপ-রূপ-রঘু-জীব্য
সদা সেব্য সেই পাদপদ্ম।
যার ভাগ্যোদয় শন্দ দাস রামানন্দ মন্দ
শ্রীচন্দ্রিকা দেখে সেবাসদ্ম ॥

স্বৈরাচারাব্ধিসংমগ্নান্ জীবান্ গৌরাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজে।
উদ্ধৃত্য শরণাপত্তে র্মাহাত্ম্যং সমবোধয়ৎ ॥
যস্তস্য ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-প্রভোর্গুরোঃ।
অত্যুদার-পদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্ম জন্মনি ॥

গুরুদং গ্রন্থদং গৌরধামদং নামদং মুদা ।
ভক্তিদং ভূরিদং বন্দে ভক্তিবিনোদকং সদা ।।
ভক্তি-বিনোদ-দেবেন 'শরণাগতি'-নামিকা ।
রচিতা পুস্তিকা কাচিত্তস্যা ভাষ্যে কৃতোদ্যমঃ ।।
ইদানীমতিমন্দোঽপি ভক্তেভ্যো ভক্তিসংগ্রহে ।
শ্রীলঘু-চন্দ্রিকাভাষ্যং প্রকাশার্থং দদাম্যহম্ ।।

মুখবন্ধ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-ধিক্কারী শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম সম্পদরূপ-পঞ্চম-পুরুষার্থের বার্ত্তা জগতে সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন । সেই পুরুষার্থ শিরোমণি প্রাপ্তির একমাত্র উপায় শরণাগতি, ইহা জগজ্জীবকে জানান এবং সেই শরণাগতি শিক্ষা দিবার জন্য স্বপরিকরে শ্রীনবদ্বীপ ধাম সহ অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং ও যোগ্য অনুচর বৃন্দের দ্বারা উহার আচার ও প্রচার শিক্ষা দেন । তাঁর অন্যতম পার্ষদ ভক্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরবর্ত্তী কালে শরণাগতি নাম দিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানিতে সেই সাধন পদ্ধতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

বিশ্লেষণ ও বর্ণনমুখে বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ইতঃ পূর্ব্বে অন্যান্য আচার্য্যগণও এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন এবং শ্রীভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতেও শরণাগতির মূলশিক্ষা দৃষ্ট হয়। শ্রীসম্প্রদায়েও প্রপত্তির কথা প্রসিদ্ধ আছে। তথাপি স্বরাট্‌গোপ-বধূ-লম্পট ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ-অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের আকর বিগ্রহের প্রেম সেবাসম্পদ লাভের উপযোগী শরণাগতির মৌলিক স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যে ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা অনন্য-সিদ্ধ। সুতরাং সেই প্রসিদ্ধ শরণা-গতির কথা পরিবেশন করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রথমেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নামোল্লেখ পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণমুখে বস্তু-নির্ণয় করিতে করিতে সেই মহাবদান্য অবতারীর আশীর্ব্বাদ ঘোষণা করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য — শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসনাম; যথা শ্রীসার্ব্বভৌমস্তবে—"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রা-দুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥" আরও শ্রীচৈতন্যভাগবতে—"যত

অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান ।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ ।। ২ ।।

জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া । করাইলা চৈতন্য—কীর্ত্তন প্রকাশিয়া ।। এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য । সর্ব্বলোক তোমা' হইতে যাতে হইলে ধন্য ।।" আরও, "হেন মতে সন্ন্যাস করিয়া প্রভু ধন্য । প্রকাশিলা আত্মনাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ।।" স্বপার্ষদ—নিজ অনুচর; যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—"যান্তি দেব ব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ । ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ।।" ধাম—চিন্ময়ভগবল্লোক; যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ । যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ।।"১।।

অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম—পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম; যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে—"জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ । সেয়ং সাধন-সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ।।" আরও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ

দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন ॥ ৩ ॥

কলৌ । সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।" শরণাগতি —সর্ব্বভাবে ভগবদাশ্রয়; যথা শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে— "ভগবদ্ভক্তিতঃ সর্ব্বমিত্যুৎসৃজ্য বিধেরপি । কৈঙ্কর্য্যং কৃষ্ণ-পাদৈকাশ্রয়ত্বং শরণাগতিঃ ॥২॥

দৈন্য—কার্পণ্য; নিজের শোচনীয় অবস্থার অনুভব; যথা শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে — "ভগবন্ রক্ষ রক্ষৈবমার্ত্তভাবেন সর্ব্বতঃ । অসমোর্দ্ধদয়াসিন্ধোর্হরেঃ কারুণ্য বৈভবম্ ॥ স্মর-তাংশ্চ বিশেষেণ নিজাতিশোচ্যনীচতাম্ । ভক্তানামার্ত্তিভাবস্তু কার্পণ্যং কথ্যতে বুধৈঃ ॥" আত্মনিবেদন—আত্মোৎসর্গ; যথা শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে—কৃষ্ণায়ার্পিতদেহস্য নির্ম্মমস্যানহঙ্কৃতেঃ। মনসস্তৎস্বরূপত্বং স্মৃতমাত্মনিবেদনম্ ॥" গোপ্তৃত্বে বরণ—শ্রীভগবানকে পালন কর্ত্তা-রূপে গ্রহণ; যথা শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে —"হে কৃষ্ণ পাহি মাং নাথ কৃপয়াত্মগতং কুরু । ইত্যেবং

ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার ।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব-বর্জ্জনাঙ্গীকার ।। ৪ ।।
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার ।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ।। ৫ ।।

প্রার্থনং কৃষ্ণং প্রাপ্তুং স্বামি-স্বরূপতঃ ।। গোপ্তৃত্বে বরণং জ্ঞেয়ং ভক্তৈর্হৃদ্যতরং পরম্ । প্রপত্ত্যেকার্থকত্বেন তদঙ্গিত্বেন তৎ স্মৃতম্ ।।" অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন —এই বিশ্বাস, যথা শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে—"রক্ষিষ্যতি হি মাং কৃষ্ণো ভক্তানাং বান্ধবশ্চ সঃ । ক্ষেমং বিধাস্যতীতি যদ্ বিশ্বাসোঽত্রৈব গৃহ্যতে ।।"৩।।

অনুকূল—কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়ক; যথা শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে —"কৃষ্ণকার্ষ্ণগ সদ্ভক্তি-প্রপন্নত্বানুকূলকে । কৃত্যত্ব নিশ্চয়-শ্চানুকূল্য সঙ্কল্প উচ্যতে ।।" প্রতিকূল—কৃষ্ণপ্রাপ্তির বাধক; যথা শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতে—"ভগবদ্ভক্তয়োর্ভক্তেঃ প্রপত্তেঃ প্রতিকূলকে বর্জ্জ্যত্বে নিশ্চয় প্রাতিকূল্য বর্জ্জনমুচ্যতে ।।"৪।।

ষড়ঙ্গশরণাগতি—ছয়প্রকার অঙ্গের দ্বারা প্রপত্তি; যথা

রূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি' ।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুহুঁ পদ ধরি' ।। ৬ ।।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত' অধম ।
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম ।। ৭ ।।

শ্রীবায়ু পুরাণ ও বৈষ্ণবতন্ত্রে—"আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্ । রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা । আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে সড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ।।" প্রার্থনা শুনে—প্রার্থনানুরূপ ফলদান করেন; যথা শ্রীরামায়ণে—"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে । অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ।।"৫।।

শ্রীরূপসনাতন—শরণাগতি শিক্ষক আচার্য্যদ্বয় ।।৬।।

উত্তম—সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমভক্তির অধিকারী; যথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে—"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ । ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যং সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ।।"৭।।

(২)

দৈন্যাত্মিকা

ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা ।

তোমার চরণে, আসিয়াছি আমি,
বলিব দুঃখের কথা ।। ১ ।।

ভুলিয়া তোমারে········নানাবিধ ব্যথা—ভগবদ্বিস্মৃতির ফল সংসার দুঃখ ভোগ; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদি দুঃখ ।।" আরও শ্রীমদ্ভাগবতে—"ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ ।।" নানাবিধ ব্যথা — ত্রিতাপ যথা — আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। অবিদ্যা, অস্মিতা, অভিনিবেশ, রাগ, ও দ্বেষ—এই পঞ্চ ক্লেশ ।।১।।

জননী-জঠরে ছিলাম যখন,
বিষম বন্ধন-পাশে ।
একবার প্রভু, দেখা দিয়া মোরে,
বঞ্চিলে এ দীন দাসে ॥ ২ ॥

তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া
করিব ভজন তব ।
জনম হইল, পড়ি' মায়া-জালে,
না হইল জ্ঞান-লব ॥ ৩ ॥

জননী জঠরে······এ দীন দাসে—যাঁহার ভাগ্যক্রমে জননী জঠরে ঈশ্বর সাক্ষাৎ ঘটে, তিনিই ভগবদ্বিরহ জনিত (বঞ্চিলে এ দীন দাসে) বলিতে পারেন । সকল জীবেরই এ অবস্থা হয় না, শ্রীজীব-প্রভু সন্দর্ভে বিচার দেখাইয়াছেন ॥২॥

মায়াজালে—মায়ার ফাঁদে; যথা শ্রীদশমূলশিক্ষায়— "হরের্মায়া দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি ।" আরও

আদরের ছেলে, স্বজনের কোলে
হাসিয়া কাটানু কাল ।
জনক-জননী- স্নেহেতে ভুলিয়া
সংসার লাগিল ভাল ।। ৪ ।।

ক্রমে দিন দিন, বালক হইয়া,
খেলিনু বালক সহ ।
আর কিছুদিনে জ্ঞান উপজিল,
পাঠ পড়ি অহরহঃ ।। ৫ ।।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে—“পরিভূতকালজালভিয়ঃ ।” জ্ঞান লব—জ্ঞানের লেশ ।।৩।।

উপজিল—উদিত হইল; অহরহঃ—দিন দিন, সর্ব্বক্ষণ ।।৫।।

বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি দেশে দেশে,
ধন উপার্জ্জন করি' ।
স্বজন-পালন, করি এক মনে,
ভুলিনু তোমারে হরি ।। ৬ ।।

বার্দ্ধক্যে এখন, ভকতিবিনোদ,
কাঁদিয়া কাতর অতি ।
না ভজিয়া তোরে, দিন বৃথা গেল,
এখন কি হ'বে গতি ।। ৭ ।।

ধন উপার্জ্জন ও স্বজন পালন—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ।।"৬।।

(৩)

বিদ্যার বিলাসে, কাটাইনু কাল,
পরম সাহসে আমি ।
তোমার চরণ, না ভজিনু কভু,
এখন শরণ তুমি ॥ ১ ॥

পড়িতে পড়িতে, ভরসা বাড়িল,
জ্ঞানে গতি হবে মানি' ।
সে আশা বিফল, সে জ্ঞান দুর্ব্বল,
সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি ॥ ২ ॥

জ্ঞানে গতি—জ্ঞান লাভে জীবনের সার্থকতা; যথা শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" সে জ্ঞান দুর্ব্বল—পরাভীষ্টদানে জ্ঞানের অসামর্থ্য; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে — "ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ॥ সেই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল । কৃষ্ণভক্তি বিনা

জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা ।
মোহ্ জনমিয়া অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা ।। ৩ ।।

কেহ দিতে নারে ফল ।।" সে জ্ঞান অজ্ঞান—জড় জগতের জ্ঞান ভ্রান্ত জ্ঞান বা অজ্ঞান; যথা শ্রুতি—"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানা ।।"২।।

জড়বিদ্যা·····গাধা—জড়বিদ্যা—অপরা বিদ্যা; অর্থাৎ অচেতন পদার্থ বিষয়ক ভোগ্য জ্ঞান; যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে —"শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে । গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে ।। পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে ।" শ্রীমদ্ভাগবতে—"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ । যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ।।" আরও শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায়—"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

সেই গাধা হ'য়ে সংসারের বোঝা
বহিনু অনেক কাল ।
বার্দ্ধক্যে এখন, শক্তির অভাবে,
কিছু নাহি লাগে ভাল ।। ৪ ।।

জীবন যাতনা, হইল এখন,
সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল ।
অবিদ্যার জ্বালা, ঘটিল বিষম,
সে বিদ্যা হইল শেল ।। ৫ ।।

তোমার চরণ, বিনা কিছু ধন,
সংসারে না আছে আর ।
ভকতিবিনোদ, জড়বিদ্যা ছাড়ি'
তুয়া পদ করে সার ।। ৬ ।।

অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ।। অপরেয়ম্ ।।"৩।।
শেল—মর্ম্মভেদী অস্ত্র বিশেষ ।।৫।।

(৪)

যৌবনে যখন, ধন উপার্জ্জনে,
হইনু বিপুল কামী ।
ধরম স্মরিয়া, গৃহিণীর কর,
ধরিনু তখন আমি ।। ১ ।।

সংসারে পাতা'য়ে তাহার সহিত
কালক্ষয় কৈনু কত ।
বহু সুত-সুতা জনম লভিল,
মরমে হইনু হত ।। ২ ।।

সংসারের ভার বাড়ে দিনে দিনে,
অচল হইল গতি ।
বার্দ্ধক্য আসিয়া ঘেরিল আমারে,
অস্থির হইল মতি ।। ৩ ।।

ধরম স্মরিয়া—সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ ।।১।।

অচল হইল গতি—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"পশ্যেৎ পাক-

পীড়ায় অস্থির, চিন্তায় জ্বরিত,
অভাবে জ্বলিত চিত।
উপায় না দেখি, অন্ধকারময়,
এখন হয়েছি ভীত ॥ ৪ ॥

সংসার-তটিনী- স্রোত নহে শেষ,
মরণ নিকটে ঘোর।
সব সমাপিয়া ভজিব তোমায়,
এ আশা বিফল মোর ॥ ৫ ॥

এবে শুন প্রভু! আমি গতিহীন,
ভকতিবিনোদ কয়।
তব কৃপা বিনা, সকলি নিরাশা,
দেহ মোরে পদাশ্রয় ॥ ৬ ॥

বিপর্য্যাসং মিথুনী-চারিণাং নৃণাম্ ।।" বার্দ্ধক্য·········হইল মতি—যথা মোহমুদ্গর—"বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ ।।"৩।।

তটিনী—নদী ।।৫।।

(৫)

আমার জীবন সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ ।
পরেরে উদ্বেগ দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ ।। ১ ।।
নিজ সুখ লাগি' পাপে নাহি ডরি'
দয়াহীন স্বার্থপর ।
পর সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যা-ভাষী,
পরদুঃখ সুখকর ।। ২ ।।
অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর,
ক্রোধী দম্ভপরায়ণ ।
মদমত্ত সদা বিষয়ে মোহিত,
হিংসা-গর্ব্ব বিভূষণ ।। ৩ ।।

সদা পাপে রত—"পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপ-সম্ভবঃ" কস্যচিৎ ।।১।।

দম্ভপরায়ণ—ধর্ম্মধ্বজী ।।৩।।

নিদ্রালস্য-হত, সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি ।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য-আচরণ,
লোভহত সদা কামী ।। ৪ ।।

এ হেন দুর্জ্জন, সজ্জন-বর্জ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর ।
শুভকার্য্য শূন্য, সদানর্থমনা,
নানা দুঃখে জর জর ।। ৫ ।।

বার্দ্ধক্যে এখন উপায় বিহীন,
তা'তে দীন অকিঞ্চন ।
ভকতিবিনোদ, প্রভুর চরণে,
করে দুঃখ নিবেদন ।। ৬ ।।

প্রতিষ্ঠা—সম্মান; শাঠ্য—বঞ্চনা ।।৪।।

সদানর্থমনা—সর্ব্বদা অনিষ্ট চিন্তাযুক্ত ।।৫।।

অকিঞ্চন—সঙ্গতিশূন্য ।।৬।।

(৬)

আত্মনিবেদনাত্মিকা

(প্রভু হে!) শুন মোর দুঃখের কাহিনী ।
বিষয়-হলাহল, সুধাভাণে পিয়লুঁ,
আব অবসান দিনমণি ॥ ১ ॥

খেলারসে শৈশব, পড়ইতে কৈশোর
গোঁয়াওলুঁ না ভেল বিবেক ।
ভোগবশে যৌবনে, ঘর পাতি বসিলুঁ,
সুত-মিত বাড়ল অনেক ॥ ২ ॥

হলাহল—গরল, বিষ; ভাণে—ভ্রমে; পিয়লুঁ—পান করিলাম; আব—এখন; দিনমণি—সূর্য্য ॥১॥

খেলারসে শৈশব—যথা মোঃ মুঃ—"বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ ।" পড়ইতে—পাঠ করিতে; গোঁয়াওলুঁ—অতিবাহিত করিলাম; ভেল—হইল; মিত—মিত্র; বাড়ল—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল ॥২॥

বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল,
পীড়াবশে হইনু কাতর ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় দুর্ব্বল ক্ষীণ কলেবর,
ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর ।। ৩ ।।

জ্ঞান-লব-হীন, ভক্তিরসে বঞ্চিত,
আর মোর কি হবে উপায় ।
পতিত-বন্ধু তুহুঁ, পতিতাধম হাম,
কৃপায় উঠাও তব পায় ।। ৪ ।।

বিচারিতে আওবি, গুণ নাহি পাওবি,
কৃপা কর-ছোড়ত বিচার ।
তব পদ-পঙ্কজ, সীধু পিবাওত,
ভকতিবিনোদে কর' পার ।। ৫ ।।

আওল—আসিল; ভাগল—পলায়ন করিল ।।৩।।

তুহুঁ—তুমি; হাম—আমি ।।৪।।

আওবি—আসিবে; পাওবি—পাইবে; ছোড়ত—ছাড়; সীধু—মধু; পিবাওত—পান করাইয়া ।।৫।।

(৭)

প্রভু হে! তুয়া পদে এ মিনতি মোর ।
তুয়া পদপল্লব, ত্যজত মরুমন,
বিষম বিষয়ে ভেল ভোর ॥ ১ ॥

উঠয়িতে তাকত, পুনঃ নাহি মিলই,
অনুদিন করহুঁ হুতাশ ।
দীনজন-নাথ, তুহুঁ কহায়সি
তোহারি চরণ মম আশ ॥ ২ ॥

তুয়া—তোমার; মিনতি—অনুনয়; ত্যজত—ত্যাগ করিয়া; মরুমন—মরুভূমির ন্যায় মন; বিষম—ঘোর; ভেল—হইল; ভোর—মগ্ন ॥১॥

উঠয়িতে—উঠিতে; তাকত—শক্তি, বল, সামর্থ, তাগদ্; নাহি মিলই—মিলিতেছে না; অনুদিন—সর্ব্বদা; করহুঁ—করিতেছি; কহায়সি — কথিত হও, বলাইয়া থাক;

ঐছন দীনজন, কঁহি নাহি মিলই,
তুহুঁ মোরে কর পরসাদ ।
তুয়া জন সঙ্গে, তুয়া কথা-রঙ্গে,
ছাড়হুঁ সকল পরমাদ ।। ৩ ।।

তুয়া ধাম-মাহে, তুয়া নাম গাওত,
গোঁয়ায়বুঁ দিবানিশি আশ ।
তুয়া পদছায়া পরম সুশীতল,
মাগে ভকতিবিনোদ দাস ।। ৪ ।।

তোহারি—তোমারই ।।২।।

ঐছন—ঐরূপ; কঁহি—কোথাও, কোনস্থানে; পরসাদ—প্রসাদ, অনুগ্রহ, কৃপা ।।৩।।

মাহে—মাঝে; গাওত—গাহিয়া; গোঁয়ায়বুঁ—যাপন করিব; সুশীতল—যথা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর—"নিতাই পদ কমল কোটীচন্দ্র সুশীতল, যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায় ।।"৪।।

(৮)

এমন দুর্ম্মতি, সংসার ভিতরে,
পড়িয়া আছিনু আমি ।
তব নিজ-জন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি ॥ ১ ॥

দয়া করি' মোরে, পতিত দেখিয়া,
কহিল আমারে গিয়া ।
ওহে দীনজন, শুন ভাল কথা,
উল্লসিত হবে হিয়া ॥ ২ ॥

নিজ-জন—পার্ষদ; মহাজন—আচার্য্য শ্রীগুরুদেব ॥১॥

শুন ভাল কথা—যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।" আরও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—" 'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে ॥"২॥

তোমারে তারিতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত, দীনহীন জনে,
করিলেন ভবপার ।। ৩ ।।
বেদের প্রতিজ্ঞা রাখিবার তরে,
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।
মহাপ্রভু নামে, নদীয়া মাতায়,
সঙ্গে ভাই অবধূত ।। ৪ ।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য — যথা শ্রীপদ্মপুরাণে — "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যো-রসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।" পাঠান্তর; নবদ্বীপে অবতার—যথা শ্রীঅনন্ত-সংহিতায়—"অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ। শচী-গর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনীপরিবারিতে।।" ভবপার—যথা শ্রীমদ্-ভাগবতে—"ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতম্।।"৩।।

বেদের প্রতিজ্ঞা—বেদকৃত প্রতিশ্রুতি; রুক্মবর্ণ—গৌরবর্ণ, পুরট সুন্দর দ্যুতি; যথা মুণ্ডকে—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং

নন্দসুত যিনি, চৈতন্য গোসাঞী
নিজ নাম করি' দান ।
তারিল জগৎ, তুমিও যাইয়া
লহ নিজ পরিত্রাণ ।। ৫ ।।

সে কথা শুনিয়া, আসিয়াছি নাথ,
তোমার চরণতলে ।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আপন কাহিনী বলে ।। ৬ ।।

কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিম্ ।" আরও শ্রীমহাভারতে —"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।" মহাপ্রভু—যথা শ্বেতাশ্বতরঃ—"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ ।" অবধূত—যথা শ্রীধর স্বামী ভাগবত-টীকায়—"অবজ্ঞয়াজনৈস্ত্যক্তো যঃ ।।"৪।।

নন্দসুত — যথা শ্রীজীব গোস্বামী — "অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরম্ ।" আরও কপিলতন্ত্রে — "প্রেমালিঙ্গনযোগেন চাচিন্ত্যশক্তিযোগতঃ । রাধাভাব-কান্তিযুতাং মূর্ত্তিমেকাং প্রকাশয়েৎ ।।"৫।। কাহিনী—কথা ।।৬।।

(৯)

না করলুঁ করম, গেয়ান নাহি ভেল,
না সেবিলুঁ চরণ তোহার ।
জড়সুখে মাতিয়া, আপনকু বঞ্চই,
পেখহুঁ চৌদিশ আন্ধিয়ার ।। ১ ।।

তুহুঁ নাথ! করুণানিদান ।
তুয়া পদপঙ্কজে, আত্মসমর্পিলুঁ
মোরে কৃপা করবি বিধান ।। ২ ।।

করম—কর্ম্ম; করলুঁ—করিলাম; গেয়ান—জ্ঞান; সেবিলুঁ—সেবিলাম; তোহার—তোমার; আপনকু—আপনাকে; বঞ্চই—বঞ্চনা করিয়া; পেখহুঁ—দেখিতেছি; চৌদিশ—চারিদিক্; আন্ধিয়ার—অন্ধকার ।।১।।

নিদান—আকর; সমর্পিলুঁ—সমর্পণ করিলাম; বিধান—ব্যবস্থা ।।২।।

প্রতিজ্ঞা তোহার ঐ যোহি শরণাগত
নাহি সো জানব পরমাদ ।
সো হাম দুষ্কৃতি, গতি না হেরই আন,
আব্ মাগোঁ তুয়া পরসাদ ।। ৩ ।।
আন মনোরথ, নিঃশেষ ছোড়ত,
কব্ হাম্ হউবুঁ তোহারা ।
নিত্য সেব্য তুহুঁ নিত্য-সেবক মুঞি
ভকতিবিনোদ ভাব-সারা ।। ৪ ।।

প্রতিজ্ঞা তোহার—তোমার প্রতিজ্ঞা; যথা শ্রীরামায়ণে—সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈঃ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ।।" সো—সেই; গতি না হেরই—যথা শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্নে—"ন ধর্ম্মনিষ্ঠোহস্মি ন চাত্মবেদী ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে । অকিঞ্চনোহনন্য গতিঃ শরণ্য ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে ।।" মাগোঁ—মাগিতেছি; পরসাদ—প্রসাদ; ।।৩।।

আন মনোরথ—অন্য অভিলাষ; নিঃশেষ—সম্পূর্ণরূপে; হউবুঁ—হইব; সারা—সার, অথবা সমস্ত ।।৪।।

(১০)

(প্রাণেশ্বর !) কহবুঁ কি সরম কি বাত ।
ঐছন পাপ নাহি, যো হাম্ ন করলুঁ,
সহস্র সহস্র বেরি নাথ ! ।। ১ ।।

সোহি করম-ফল, ভবে মোকে পেশই,
দোখ্ দেওব আব কাহি ।
তখনক পরিণাম, কছু না বিচারলুঁ
আব্ পছু তরইতে চাহি ।। ২ ।।

কহবুঁ কি সরম কি বাত—লজ্জার কথা কি বলিব; ঐছন—ঐরূপ; বেরি—বার; যথা শ্রীযামুনাচার্য্য—"ন নিন্দিতং কর্ম্ম তদস্তি লোকে সহস্রশো যন্ন ময়া ব্যধায়ি ।।"১।।

সোহি—সেই; ভবে—সংসারে; মোকে—আমাকে; পেশই—পেষণ করে; দোখ—দোষ; দেওব—দিব; কাহি—কাকে;

দোখ বিচারই, তুহুঁ দণ্ড দেওবি,
হাম ভোগ করবুঁ সংসার ।
করত গতাগতি, ভকত-জন-সঞে
মতি রহুঁ চরণে তোহার ॥ ৩ ॥

আপন চতুরপণ, তুয়া পদে সোঁপলুঁ,
হৃদয় গরব দূরে গেলা ।
দীন দয়াময়, তুয়া কৃপা নিরমল,
ভকতিবিনোদ আশা ভেলা ॥ ৪ ॥

তখনক—তখন; কছু—কিছু; পছু—পিছে; তরইতে—উত্তীর্ণ হইতে ॥২॥

বিচারই—বিচার করিয়া; দেওবি—দিবে; করত—করিতে করিতে; রহুঁ—থাকুক ॥৩॥

চতুরপণ—বুদ্ধিমত্তা; গরব—গর্ব্ব; নিরমল—নির্ম্মল; ভেল—হইল ॥৪॥

(১১)

মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর ।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর ॥ ১ ॥

সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে ।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে ॥ ২ ॥

মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা ।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা ॥ ৩ ॥

জন্মাওবি মোয়ে ইচ্ছা যদি তোর ।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর ॥ ৪ ॥

মানস—মন; গেহ—গৃহ; অর্পিলুঁ—অর্পণ করিলাম; তুয়া—তোমার ॥১॥

দায়—দায়িত্ব ॥২॥

মারবি—মারিবে; যো—যে ॥৩॥

জনি—যেন; হউ—হউক ॥৪॥

কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস ।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ ।। ৫ ।।

ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত ।
লভইতে তাঁ'ক সঙ্গ অনুরক্ত ।। ৬ ।।

জনক-জননী-দয়িত-তনয় ।
প্রভু, গুরু, পতি তুহুঁ—সর্ব্বময় ।। ৭ ।।

কীট জন্ম······নাহি আশ — যথা শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্নে—"তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং ভবনেষ্বস্ত্বপি কীটজন্ম মে । ইতরাবসথেষু মাস্মভূদপি জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা ।।"৫।।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা—এসম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্লোক আলোচ্য—"ভক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে । তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ।।" লভইতে—লাভ করিতে; তাঁ'ক—তাঁদের; অনুরক্ত—অনুরাগ ।।৬।।

দয়িত—প্রিয়; তুহুঁ সর্ব্বময়—সর্ব্বব্যাপী তোমার সম্বন্ধ-মাখা ।।৭।।

ভকতিবিনোদ কহে শুন কান!
রাধানাথ! তুহুঁ হামার পরাণ ।। ৮ ।।

(১২)

অহং মম-শব্দ অর্থে যাহা কিছু হয় ।
অর্পিলুঁ তোমার পদে ওহে দয়াময় ।। ১ ।।
'আমার' আমি ত' নাথ! না রহিনু আর ।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার ।। ২ ।।
'আমি'-শব্দে দেহী জীব অহংতা ছাড়িল ।
ত্বদীয়াভিমান আজি হৃদয়ে পশিল ।। ৩ ।।

কান—কানাই ।।৮।।

অহং মম শব্দ অর্থে—যথা শ্রীযামুনাচার্য্য—"বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা গুণতোঽসানি যথা তথাবিধঃ । তদহং তব পাদপদ্ময়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ ।।"১।।

ত্বদীয়াভিমান—তোমার অনুগতজনাভিমান; পশিল—প্রবেশ করিল ।।৩।।

আমার সর্ব্বস্ব, দেহ, গেহ, অনুচর ।
ভাই, বন্ধু, দারা, সুত, দ্রব্য, দ্বার, ঘর ।। ৪ ।।

সে সব হইল তব, আমি হইনু দাস ।
তোমার গৃহেতে এবে আমি করি বাস ।। ৫ ।।

তুমি গৃহস্বামী, আমি সেবক তোমার ।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার ।। ৬ ।।

স্থূল-লিঙ্গ-দেহে মোর সুকৃত-দুষ্কৃত ।
আর মোর নহে, প্রভু! আমি ত' নিষ্কৃত ।। ৭ ।।

তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা মিশাইল ।
ভকতিবিনোদ আজ আপনে ভুলিল ।।৮ ।।

স্থূল-লিঙ্গ····নিষ্কৃত—সুকৃত-দুষ্কৃত, যথা শ্রুতি—"তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ।।"৭।।

(১৩)'

'আমার' বলিতে প্রভু! আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা-বন্ধু-ভাই ॥ ১ ॥
বন্ধু, দারা, সুত, সুতা, তব দাসী, দাস।
সেই ত' সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস ॥ ২ ॥
ধন, জন, গৃহ, দ্বার, 'তোমার' বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া ॥ ৩ ॥
তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসারব্যয় করিব বহন ॥ ৪ ॥
ভালমন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী ॥ ৫ ॥

পিতা-বন্ধু-ভাই—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—"পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ······।।"১।।

তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন—যথা শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে—"তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ।।"৪।।

তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয় চালনা ।
শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন-বাসনা ॥ ৬ ॥

নিজসুখ লাগি' কিছু নাহি করি আর ।
ভকতিবিনোদ বলে তব সুখ সার ॥ ৭ ॥

(১৪)

বস্তুতঃ সকলি তব, জীব কেহ নয় ।
'অহং-মম'-ভ্রমে ভ্রমি' ভোগে শোক-ভয় ॥ ১ ॥

'অহং-মম' অভিমান এই মাত্র ধন ।
বদ্ধ জীব নিজ বলি' জানে মনে মন ॥ ২ ॥

সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া ।
হাবুডুবু খাই ভবসিন্ধু সাঁতারিয়া ॥ ৩ ॥

বস্তুতঃ সকলি·····স্থান নাহি পায়—যথা শ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃত-ধৃত—"অহংকৃতির্মকারঃ স্যান্নকারস্তনিষেধকঃ ।

তোমার অভয় পদে লইয়া শরণ।
আজি আমি করিলাম আত্মনিবেদন ॥ ৪ ॥

'অহং-মম'-অভিমান ছাড়িল আমায়।
আর যেন মম হৃদে স্থান নাহি পায় ॥ ৫ ॥

এইমাত্র বল প্রভু! দিবে হে আমারে।
অহংতা-মমতা দূরে পারি রাখিবারে ॥ ৬ ॥

আত্মনিবেদন-ভাব হৃদে দৃঢ় রয়।
হস্তিস্নান সম যেন ক্ষণিক না হয় ॥ ৭ ॥

ভকতিবিনোদ প্রভু নিত্যানন্দ-পায়।
মাগে পরসাদ, যাহে অভিমান যায় ॥ ৮ ॥

তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রি স্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে ॥ ভগবৎ পরতন্ত্রেঽসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ। তস্মাৎ স্ব-সামর্থ্য-বিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ ॥"১-৫॥

বল—শক্তি ॥৬॥ ক্ষণিক—সাময়িক মাত্র ॥৭॥

নিত্যানন্দ পায়—নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুকৃপায় অভিমান বা

(১৫)

নিবেদন করি প্রভু! তোমার চরণে ।
পতিত অধম আমি' জানে ত্রিভুবনে ॥ ১ ॥

আমা-সম পাপী নাই জগৎ-ভিতরে ।
মম-সম অপরাধী নাহিক সংসারে ॥ ২ ॥

সেই সব পাপ আর অপরাধ আমি ।
পরিহারে পাই লজ্জা, সব জান তুমি ॥ ৩ ॥

তুমি বিনা কা'র আমি লইব শরণ ।
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৪ ॥

আত্ম-প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয় এবং বৈষ্ণব-দাস্য সিদ্ধ হয় ॥৮॥

পরিহারে—ক্ষমাপনে; যথা—"মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন । পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ॥"৩॥

জগৎ তোমার নাথ, তুমি সর্ব্বময় ।
তোমা প্রতি অপরাধ তুমি কর ক্ষয় ।। ৫ ।।

তুমি ত' স্খলিতপদ-জনের আশ্রয় ।
তুমি বিনা আর কিবা আছে দয়াময় ।। ৬ ।।

সেইরূপ তব অপরাধী জন যত ।
তোমার শরণাগত হইবে সতত ।। ৭ ।।

ভকতিবিনোদ পদে লইয়া শরণ ।
তুয়া পদে করে আজ আত্মসমর্পণ ।। ৮ ।।

জগত তোমার······ক্ষয়—"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ।।"৫।।

তুমি ত'···········দয়াময়—"ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্ । ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো ।।"৬।।

(১৬)

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি'
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥ ১ ॥

অশোক-অভয়, অমৃত-আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয় ॥ ২ ॥

তোমার সংসারে করিব সেবন,
নহিব ফলের ভাগী।

চৌদিকে আনন্দ দেখি — যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥"১॥

তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী ॥ ৩ ॥

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পেয়ে মনে ।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে ॥ ৫ ॥

তোমার সংসারে······ফলের ভাগী—যথা শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতায়—"কর্ম্মাণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ॥"৩॥

সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ—যথা অন্যত্র—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"৪॥

পূর্ব্ব ইতিহাস—ভক্ত-জীবন আরম্ভের পূর্ব্ব আচরণ; যথা

ভকতিবিনোদ আনন্দে ডুবিয়া
তোমার সেবায় তরে ।
সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত
থাকিয়া তোমার ঘরে ।। ৬ ।।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে ।"; আরও, "গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায় ।" শ্রীমদ্ভাগবতে—"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত-সমস্ত-কর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে । তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো মমাত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ।।"৫।।

(১৭)

গোপ্তৃত্বে বরণ

কি জানি কি বলে তোমার ধামেতে
হইনু শরণাগত ।
তুমি দয়াময়, পতিতপাবন,
পতিত-তারণে রত ।। ১ ।।

ভরসা আমার এই মাত্র নাথ !
তুমি ত' করুণাময় ।
তব দয়া পাত্র নাহি মোর সম,
অবশ্য ঘুচাবে ভয় ।। ২ ।।

কি জানি কি বলে—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্ ।"; তব দয়াপাত্র ·····সম—যথা শ্রীযামুনাচার্য্য—"দয়নীয়স্তব নাথ সুদুর্ল্লভঃ ।।"১-২।।

আমারে তারিতে কাহারো শকতি
অবনী ভিতরে নাহি ।
দয়াল ঠাকুর ! ঘোষণা তোমার,
অধম পামরে ত্রাহি ।। ৩ ।।

সকল বুঝিয়া আসিয়াছি আমি
তোমার চরণে নাথ !
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা, জগন্নাথ ! ।। ৪ ।।

তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে তারিবে তুমি ।

ঘোষণা তোমার—যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—"দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্ ।" ত্রাহি—ত্রাণ কর ।।৩।।

গোপ্তা—পালনকর্ত্তা ।।৪।।

তোমার চরণ করিনু বরণ,
আমার নহি ত' আমি ।। ৫ ।।
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া শরণ
ল'য়েছে তোমার পায় ।
ক্ষমি' অপরাধ নামে রুচি দিয়া
পালন করহে তায় ।। ৬ ।।

(১৮)

দারা, পুত্র, নিজদেহ, কুটুম্ব পালনে ।
সর্ব্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে ।। ১ ।।
কেমনে অর্জ্জিব অর্থ, যশ কিসে পাব ।
কন্য-পুত্র-বিবাহ কেমনে সম্পাদিব ।। ২ ।।

বরণ—অবলম্বনরূপে গ্রহণ; আমার নহি ত' আমি—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"মমাত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ।।"৫।।

রুচি—অনুরাগ; ক্ষমি······তায়—অপরাধ ক্ষমা করিয়া কৃষ্ণনামে রুচি দানই পালন ।।৬।।

এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর ।
তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভো ! সংসার তোমার ।। ৩ ।।

তুমি ত' পালিবে মোরে নিজ দাস জানি' ।
তোমার সেবায় প্রভু ! বড় সুখ মানি ।। ৪ ।।

তোমার ইচ্ছায় প্রভু ! সব কার্য্য হয় ।
জীব বলে—'করি আমি', সে ত' সত্য নয় ।। ৫ ।।

জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে ।
আশামাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে ।। ৬ ।।

নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায় ।
গৃহে ভাল মন্দ হ'লে নাহি মোর দায় ।। ৭ ।।

ভকতিবিনোদ নিজ-স্বাতন্ত্র্য ত্যজিয়া ।
তোমার চরণ সেবে অকিঞ্চন হইয়া ।। ৮ ।।

জীব বলে 'করি আমি' সে ত' সত্য নয়—যথা শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায়—"অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ।।"৫।।

(১৯)

সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া
পড়েছি তোমার ঘরে ।
তুমি ত’ ঠাকুর, তোমার কুকুর
বলিয়া জানহ মোরে ।। ১ ।।

বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে ।
প্রতীপ-জনেরে আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে ।। ২ ।।

তব নিজ-জন প্রসাদ সেবিয়া
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা ।

প্রতীপ — প্রতিকূল, গুরুবৈষ্ণবদ্বেষী; গড় — দুর্গ, পরিখা ।।২।।

প্রসাদ—অনুগ্রহ, এখানে অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রদত্ত বস্তু ।।৩।।

আমার ভোজন পরম-আনন্দে
প্রতিদিন হবে তাহা ।। ৩ ।।

বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ
চিন্তিব সতত আমি ।
নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব
যখন ডাকিবে তুমি ।। ৪ ।।

নিজের পোষণ কভু না ভাবিব
রহিব ভাবের ভরে ।
ভকতিবিনোদ তোমার পালক
বলিয়া বরণ করে ।। ৫ ।।

নিজের ···· ভাবিব — যথা কেষাঞ্চিৎ — "চিন্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ । তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ ।।"৫।।

(২০)

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার ।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার ॥ ১ ॥

তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন ।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন ॥ ২ ॥

তব ইচ্ছামত শিব করেন সংহার ।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার ॥ ৩ ॥

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ । ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥" আরও অন্যত্র—"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ । বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥" আরও ব্রহ্মসংহিতায়—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ । অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥" আরও

তব ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ ।
সমৃদ্ধি-নিপাত-দুঃখ-সুখ-সংঘটন ।। ৪ ।।

মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে ।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে ।। ৫ ।।

তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার ।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর ।। ৬ ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ।।" "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় । ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" ইত্যাদি ।।১।।

সমৃদ্ধি-নিপাত—উন্নতি-অবনতি; যথা—"আপন ইচ্ছায় জীব কোটী বাঞ্ছা করে। কৃষ্ণ ইচ্ছা হলে তার তবে ফল ধরে ।।"৪।।

নিজবল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া ।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া ।। ৭ ।।

ভকতিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন ।
তোমার ইচ্ছায় তা'র জীবন মরণ ।। ৮ ।।

(২১)

বিশ্রম্ভাত্মিকা

এখন বুঝিনু প্রভু! তোমার চরণ ।
অশোক-অভয়ামৃত-পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ ।। ১ ।।

সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে ।
পড়িয়াছি আমি নাথ! তব পদতলে ।। ২ ।।

নিজ-বল·········নির্ভর করিয়া—যথা কল্যাণ-কল্পতরু —"গোপীনাথ! হার যে মেনেছি আমি। আমার অনেক যতন হইল বিফল, এখন ভরসা তুমি ।।"৭।।

তব পাদপদ্ম, নাথ! রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভবসংসারে ॥ ৩ ॥

আমি তব নিত্যদাস—জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার ॥ ৪ ॥

বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল, ও পদ বরণে ॥ ৫ ॥

যে পদ লাগিয়া রমা তপস্যা করিল।
যে পদ পাইয়া শিব 'শিবত্ব' লভিল ॥ ৬ ॥

যে পদ লভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইল।
যে পদ নারদ-মুনি হৃদয়ে ধরিল ॥ ৭ ॥

রক্ষিবে—রক্ষা করিবে; ॥৩॥

স্বতন্ত্র—অনাশ্রিত; যথা ঠাকুর নরোত্তম—"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ ॥"৫॥

শিব শিবত্ব লভিল—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"যচ্ছৌচনিঃসৃত ······শিবঃ শিবোহভূৎ ॥"৬॥

সেই সে অভয় পদ শিরেতে ধরিয়া ।
পরম আনন্দে নাচি পদগুণ গাইয়া ॥ ৮ ॥

সংসার-বিপদ্ হ'তে অবশ্য উদ্ধার ।
ভকতিবিনোদে (ও)পদ করিবে তোমার ॥ ৯ ॥

(২২)

তুমি ত' মারিবে যারে, কে তারে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছা-বশ ত্রিভুবন ।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন ॥ ১ ॥

তুমি ত' মারিবে·······ত্রিভুবন—যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় —"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্য-সাচিন্ ॥"; ব্রহ্ম আদি·······করে তব আজ্ঞার পালন—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"সৃজামি·······ত্রিশক্তিধৃক ॥"১॥

তব ইচ্ছা-মতে যত, গ্রহগণ অবিরত,
শুভাশুভ ফল করে দান ।
রোগ-শোক-মৃতি-ভয়, তব ইচ্ছা-মতে হয়
তব আজ্ঞা সদা বলবান্ ।। ২ ।।

তব ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র-সূর্য্য সমুদয়,
স্ব-স্ব-নিয়মিত কার্য্য করে ।
তুমি ত' পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম পরাৎপর,
তব বাস ভকত-অন্তরে ।। ৩ ।।

সদা শুদ্ধ সিদ্ধকাম, ভকতবৎসল নাম,
ভকত-জনের নিত্য স্বামী ।

মৃতি—মরণ ।।২।।

পরাৎপর—অসমোর্দ্ধ; তব বাস ভকত অন্তরে—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্ । মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ।।"; আরও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর—"তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম ।

তুমি ত' রাখিবে যারে, কে তারে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি ॥ ৪ ॥

তোমার চরণে নাথ! করিয়াছি প্রণিপাত,
ভকতিবিনোদ তব দাস।
বিপদ্ হইতে স্বামী! অবশ্য তাহারে তুমি
রক্ষিবে,—তাহার এ বিশ্বাস ॥ ৫ ॥

গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ ॥"৩॥

সিদ্ধকাম—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"অবিস্মতং তং পরিপূর্ণ-কামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।" ভকতজনের নিত্য স্বামী—যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম ॥"৪॥

(২৩)

আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা-বিধান ॥ ১ ॥

তুয়া ধন জানি তুহুঁ রাখবি নাথ!
পাল্য গোধন জানি করি' তুয়া সাথ ॥ ২ ॥

চরাওবি মাধব! যমুনাতীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে ॥ ৩ ॥

অঘ-বক মারত রক্ষা বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল-কান! ॥ ৪ ॥

রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম্ যামুনপানি ॥ ৫ ॥

অভিমান—স্বসামর্থ্য-বুদ্ধি ॥১॥

চরাওবি—পশু-চারণ করিবে; বাজাওত—বাজাইয়া ॥৩॥

মারত—মারিয়া; অঘ-বক—ব্রজভজনের বিবিধ বিঘ্ন-স্বরূপ ॥৪॥

কালীয়-দোখ করবি বিনাশা ।
শোধবি নদীজল বাড়াওবি আশা ।। ৬ ।।

পিয়ত দাবানল রাখবি মোয় ।
গোপাল গোবিন্দ নাম তব হোয় ।। ৭ ।।

সুরপতি দুর্ম্মতি-নাশ বিচারি' ।
রাখিবে বর্ষণে গিরিবরধারি ! ।। ৮ ।।

চতুরানন করব যব চোরি ।
রক্ষা করবি মোয়ে গোকুল হরি ! ।। ৯ ।।

ভকতিবিনোদ তুয়া গোকুল-ধন ।
রাখবি কেশব ! করত যতন ।। ১০ ।।

দোখ—দোষ ।।৬।।

পিয়ত—পান করিয়া; মোয়—আমাকে; হোয়—হয় ।।৭।।

সুরপতি—ইন্দ্র; বিচারি—বিচার করিয়া ।।৮।।

চোরি—চুরি ।।৯।।

(২৪)

ছোড়ত পুরুষ-অভিমান ।
কিঙ্করী হইলুঁ আজি, কান ! ॥ ১ ॥

বরজ বিপিনে সখীসাথ ।
সেবন করবুঁ রাধানাথ ! ॥ ২ ॥

কুসুমে গাঁথবুঁ হার ।
তুলসী মণিমঞ্জরী তার ॥ ৩ ॥

যতনে দেওবুঁ সখীকরে ।
হাতে লওব সখী আদরে ॥ ৪ ॥

পুরুষ-অভিমান—পুরুষবৎ ভোক্তৃত্বাভিমান; কিঙ্করী—ব্রজের মধুর রসের সেবিকাগণের দাসী ॥১॥

বরজ—ব্রজ; বিপিনে—কাননে ॥২॥

গাঁথবুঁ—গাঁথিব; তুলসী-মণিমঞ্জরী—উক্ত কুসুম হারের মধ্যে মধ্যে সংযুক্ত ॥৩॥

দেওবুঁ—দিব; লওব—লইবে ॥৪॥

সখী দিব তুয়া দুহুঁক গলে ।
দূরত হেরবুঁ কুতূহলে ।। ৫ ।।

সখী কহব, শুন সুন্দরি ।
রহবি কুঞ্জে মম কিঙ্করী ।। ৬ ।।

গাঁথবি মালা মনোহারিণী ।
নিতি রাধাকৃষ্ণ-বিমোহিনী ।। ৭ ।।

তুয়া রক্ষণ-ভার হামারা ।
মম কুঞ্জকুটীর তোহারা ।। ৮ ।।

রাধামাধব-সেবনকালে ।
রহবি হামার অন্তরালে ।। ৯ ।।

দিব—দিবে; দুঁহুঁক—দুজনের; দূরত—দূর হইতে ।।৫।।

রহবি—রহিবে ।।৬।।

নিতি—নিত্য ।।৭।।

অন্তরালে—পার্শ্বে ।।৯।।

তাম্বুল সাজি' কর্পূর আনি' ।
দেওবি মোয়ে আপন জানি' ।। ১০ ।।

ভকতিবিনোদ শুনি' বাত ।
সখীপদে করে প্রণিপাত ।। ১১ ।।

(২৫)

বর্জ্জনাত্মিকা

কেশব ! তুয়া জগত বিচিত্র ।
করমবিপাকে, ভব-বন ভ্রমই'
পেখলুঁ রঙ্গ বহু চিত্র ।। ১ ।।

সাজি—সজ্জিত করিয়া ।।১০।।

বাত—বাক্য ।।১১।।

করমবিপাকে—কর্ম্মচক্রে; ভ্রমই'—ভ্রমণ করিয়া; পেখলুঁ—দেখিলাম; রঙ্গ—তামাসা; বহু চিত্র—নানা রকম ।।১।।

তুয়া পদবিস্মৃতি, আ-মর যন্ত্রণা,
ক্লেশ-দহনে দহি' যাই ।
কপিল পতঞ্জলি, গৌতম, কণভোজী,
জৈমিনী, বৌদ্ধ আওয়ে ধাই' ॥ ২ ॥

তব কই' নিজ মতে, ভুক্তি-মুক্তি যাচত,
পাতই' নানাবিধ ফাঁদ ।
সো সবু—বঞ্চক, তুয়া ভক্ত-বহির্ম্মুখ,
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ ॥ ৩ ॥

আ-মর—মরণ অবধি; দহনে—জ্বালায়; দহি'—দগ্ধ হইয়া; কপিল—নিরীশ্বর সাংখ্যের উপদেষ্টা অগ্নিবংশজাত; পতঞ্জলি—প্রসিদ্ধ যোগ-সূত্রকার ঋষি; গৌতম—ন্যায় সূত্রপ্রণেতা; কণভোজী—কণাদ বৈশেষিকদর্শনপ্রণেতা; জৈমিনী—পূর্ব্ব-মীমাংসাকার; বৌদ্ধ—বুদ্ধমত প্রচারক; আওয়ে—আইসে; ধাই'—ধাইয়া ॥২॥

তব কই'—তোমার কহিয়া অর্থাৎ তোমার দোহাই দিয়া;

বৈমুখ-বঞ্চনে ভট সো-সবু,
নিরমিল বিবিধ পসার ।
দণ্ডবৎ দূরত ভকতিবিনোদ ভেল
ভকতচরণ করি' সার ।। ৪ ।।

নিজমতে—স্বসিদ্ধান্তে; যাচত—যাজ্ঞা করে অর্থাৎ গ্রহণ করাইবার জন্য অনুরোধ করে; পাতই'—পাতিয়া; ফাঁদ—জাল; সো-সবু—তারা সকলেই; বঞ্চক—প্রতারক; ঘটাওয়ে—ঘটায়; পরমাদ—ভ্রান্তি ।।৩।।

বৈমুখ—বিমুখ; ভট—বীর; সো-সবু—সেই সমুদয়; পসার—দোকান; দণ্ডবৎ······সার—যথা শ্রীদেশিকাচার্য্য—"জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্ম্মাবলম্বকাঃ । বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ ।।" দণ্ডবৎ দূরত—দূর হইতে সম্মান; সার—সর্ব্বস্ব ।।৪।।

(২৬)

তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে রয় ।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয় ।। ১ ।।

তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব ।
গৌরাঙ্গবিরোধি-জন-মুখ না হেরিব ।। ২ ।।

ভক্তিপ্রতিকূল স্থানে না করি বসতি ।
ভক্তির অপ্রিয় কার্য্যে নাহি করি রতি ।। ৩ ।।

বহির্ম্মুখসঙ্গ—কৃষ্ণবিমুখ জনের সঙ্গ, যথা কাত্যায়নস্য "বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ । ন শৌরিচিন্তা-বিমুখজনসম্বাস বৈশসম্ ।।"

গৌরাঙ্গ-বিরোধী—যথা শ্রীপ্রবোধানন্দপাদ—"বাসো মে বরমস্তু ঘোরদহনজ্বালাবলীপঞ্জরে। শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দবিমুখৈ-র্মা কুত্রচিৎ সঙ্গমঃ ।।"২।।

ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব ॥ ৪ ॥

গৌরাঙ্গবর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি ॥ ৫ ॥

ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তি-বহির্ম্মুখ নিজ জনে জানি পর ॥ ৬ ॥

ভক্তির বিরোধি গ্রন্থ—যথা কেষাঞ্চিৎ—"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে। শ্রোতব্যং নৈব তচ্ছাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥"৪॥

ভক্তির বাধক············জানি—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥"৫॥

ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন ।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ ।। ৭ ।।

যাহা কিছু ভক্তিপ্রতিকূল বলি' জানি ।
ত্যজিব যতনে তাহা এ নিশ্চয় বাণী ।। ৮ ।।

ভকতিবিনোদ পড়ি' প্রভুর চরণে ।
মাগয়ে শকতি প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনে ।। ৯ ।।

(২৭)

বিষয়বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন ।
ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ ।। ১ ।।

এই দুই সঙ্গ নাথ! না হয় আমার ।
প্রার্থনা করিয়ে আমি চরণে তোমার ।। ২ ।।

মায়াবাদী—যাহারা ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্‌কে মায়াময় বলে ।।১।।

সে দু'য়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল ।
মায়াবাদিসঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল ।। ৩ ।।

বিষয়ি-হৃদয় যবে সাধুসঙ্গ পায় ।
অনায়াসে লভে ভক্তি ভক্তের কৃপায় ।। ৪ ।।

মায়াবাদ-দোষ যার হৃদয়ে পশিল ।
কুতর্কে হৃদয় তার বজ্রসম ভেল ।। ৫ ।।

ভক্তির স্বরূপ আর 'বিষয়', 'আশ্রয়' ।
মায়াবাদী 'অনিত্য' বলিয়া সব কয় ।। ৬ ।।

ধিক্ তার কৃষ্ণ-সেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্রহানে তাহার স্তবন ।। ৭ ।।

পশিল—প্রবেশ করিল ।।৫।।

বিষয়—ভজনীয় তত্ত্ব; আশ্রয়—ভক্ততত্ত্ব; অনিত্য—নশ্বর ।।৬।।

বজ্রহানে—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে মায়াময় বলিয়া কুতর্কাস্ত্র-নিক্ষেপ ।।৭।।

মায়াবাদ সব ভক্তি-প্রতিকূল তাই ।
অতএব মায়াবাদিসঙ্গ নাহি চাই ।। ৮ ।।

ভকতিবিনোদ মায়াবাদ দূর করি' ।
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে বৈসে নামাশ্রয় ধরি' ।। ৯ ।।

(২৮)

আমি ত' স্বানন্দসুখদবাসী ।
রাধিকামাধবচরণ-দাসী ।। ১ ।।

দুহাঁর মিলনে আনন্দ করি' ।
দুহাঁর বিয়োগে দুঃখেতে মরি ।। ২ ।।

সখীস্থলী নাহি হেরি নয়নে ।
দেখিলে শৈব্যাকে পড়য়ে মনে ।। ৩ ।।

বৈষ্ণব-সঙ্গেতে—বৈষ্ণব-সঙ্গই মায়াবাদ হইতে নিষ্কৃতির উপায় ।।৯।।

স্বানন্দ-সুখদ—শ্রীরাধাকৈঙ্কর্য্যের কুঞ্জবিশেষ ।।১।।

সখীস্থলী—চন্দ্রাবলী পক্ষের অধিকৃত স্থান; শৈব্যা—

যে যে প্রতিকূল চন্দ্রার সখী ।
প্রাণে দুঃখ পাই তাহারে দেখি' ।। ৪ ।।

রাধিকা-কুঞ্জ আঁধার করি' ।
লইতে চাহে সে রাধার হরি ।। ৫ ।।

শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলন-সুখ ।
প্রতিকূলজন না হেরি মুখ ।। ৬ ।।

রাধা-প্রতিকূল যতেক জন ।
সম্ভাষণে কভু না হয় মন ।। ৭ ।।

ভকতিবিনোদ শ্রীরাধা-চরণে ।
সঁপেছে পরাণ অতীব যতনে ।। ৮ ।।

চন্দ্রাবলীর পক্ষের অনুগতা সখী বিশেষ ।।৩।।

পরাণ—প্রাণ ।।৮।।

(২৯)

আনুকূল্যাত্মিকা

তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয় ।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ॥ ১ ॥

ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে ।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ॥ ২ ॥

শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া ।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া ॥ ৩ ॥

তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ ।
নৈবেদ্য তুলসী ঘ্রাণ করিব গ্রহণ ॥ ৪ ॥

কর দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা ।
তোমার বসতিস্থলে বসিব সর্ব্বদা ॥ ৫ ॥

রতি—সুখান্বেষণ ॥২॥

প্রসাদে—উচ্ছিষ্টে ॥৪॥

তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব ।
তোমার বিদ্বেষি-জনে ক্রোধ দেখাইব ।। ৬ ।।

এইরূপে সর্ব্ববৃত্তি আর সর্ব্বভাব ।
তুয়া অনুকূল হ'য়ে লভুক প্রভাব ।। ৭ ।।

তুয়া ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি ।
তুয়া ভক্তি-অনুকূল বলি' তাহা ধরি ।। ৮ ।।

ভকতিবিনোদ নাহি জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম ।
ভক্তি-অনুকূল তার হউ সব কর্ম্ম ।। ৯ ।।

তোমার সেবায়······প্রভাব—যথা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর —"কাম কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী-জনে, লোভ সাধু-সঙ্গে হরিকথা। মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে, নিযুক্ত করিব যথা তথা ।।"৬-৭।।

ভক্ত-অনুকূল—ভক্তের অনুকূলতা ভগবানের আনু-কূল্যেরই সমান ।।৮।।

(৩০)

গোদ্রুমধামে ভজন-অনুকূলে ।
মাথুর শ্রীনন্দীশ্বর সমতুলে ।। ১ ।।
তঁহি মাহ সুরভি-কুঞ্জ-কুটীরে
বৈঠবুঁ হাম সুরতটিনী-তীরে ।। ২ ।।
গৌরভকত-প্রিয় বেশ-দধানা ।
তিলক-তুলসীমালা-শোভমানা ।। ৩ ।।

গোদ্রুম—অভিন্ন নন্দগ্রাম; নন্দীশ্বর—পর্ব্বত ও তদুপরিস্থ গ্রাম ।।১।।

তঁহি মাহ—তার মাঝে; সুরভি-কুঞ্জ—ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রকাশিত ভজন কুটীর, যেখানে মার্কণ্ডেয়মুনি গৌর-কৃপালাভ করেন; বৈঠবুঁ—বসিব; সুরতটিনী—ভগীরথী ।।২।।

গৌরভক্ত-প্রিয় বেশ — দ্বাদশ-অঙ্গে গোপীচন্দনাঙ্কিত শ্রীহরিমন্দির, কণ্ঠে তুলসী-মালা প্রভৃতি যুক্ত প্রিয়বেশ; দধানা —ধারণ করিয়া ।।৩।।

চম্পক, বকুল, কদম্ব, তমাল ।
রোপত নিরমিব কুঞ্জ বিশাল ।। ৪ ।।
মাধবী, মালতী, উঠাবুঁ তাহে ।
ছায়া-মণ্ডপ করবুঁ তহিঁ মাহে ।। ৫ ।।
রোপবুঁ তত্র কুসুমবনরাজি ।
যূথি, জাতি, মল্লী বিরাজব সাজি ।। ৬ ।।
মঞ্চে বসাওবুঁ তুলসী মহারাণী ।
কীর্ত্তন-সজ্জ তঁহি রাখব আনি' ।। ৭ ।।
বৈষ্ণবজন সহ গাওবুঁ নাম ।
জয় গোদ্রুম জয় গৌর কি ধাম ।। ৮ ।।

রোপত—রোপণ করিয়া ।।৪।।

মণ্ডপ—নির্ম্মিত পবিত্র আশ্রয় স্থান ।।৫।।

রাজি—শ্রেণী; বিরাজব—বিরাজ করিবে; সাজি—সজ্জিত হইয়া ।।৬।।

মঞ্চ—বেদী; সজ্জ—সাজ-সরঞ্জাম ।।৭।।

গাওবুঁ—গাহিব ।।৮।।

ভকতিবিনোদ ভক্তি-অনুকূল ।
জয় কুঞ্জ, মুঞ্জ, সুরনদীকূল ।। ৯ ।।

(৩১)

শুদ্ধ ভকত- চরণ-রেণু
ভজন-অনুকূল ।
ভকত-সেবা পরম সিদ্ধি
প্রেমলতিকার মূল ।। ১ ।।

মাধব-তিথি ভক্তি জননী
যতনে পালন করি ।

মুঞ্জ—তৃণবিশেষ, (শর); সুরনদীকূল—গঙ্গাতট ।।৯।।

শুদ্ধ ভকতচরণরেণু—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"বিনা মহৎ-পাদরজোঽভিষেকম্" আরও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—"ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদ-জল । ভক্ত ভুক্ত-শেষ—এই তিন সাধনের বল ।।"১।।

কৃষ্ণবসতি, বসতি বলি'
পরম আদরে বরি ।। ২ ।।
গৌর আমার, যে সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে ।
সে সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ।। ৩ ।।
মৃদঙ্গবাদ্য, শুনিতে মন,
অবসর সদা যাচে ।
গৌর-বিহিত কীর্ত্তন শুনি'
আনন্দে হৃদয় নাচে ।। ৪ ।।

মাধব-তিথি—শ্রীহরি-সম্বন্ধযুক্ত তিথি, যথা শ্রীহরিবাসর, শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তি ইত্যাদি; কৃষ্ণ-বসতি—শ্রীধাম; বরি—বরণ করি ।।২।।

রঙ্গে—লীলায় ।।৩।।

অবসর—সুযোগ; গৌর বিহিত—গৌরানুমত ।।৪।।

যুগলমূর্ত্তি, দেখিয়া মোর,
পরম আনন্দ হয় ।
প্রসাদ-সেবা, করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ-জয় ।। ৫ ।।

যে দিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায় ।
চরণসীধু দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায় ।। ৬ ।।

তুলসী দেখি' জুড়ায় প্রাণ,
মাধবতোষণী জানি' ।
গৌর-প্রিয় শাক সেবনে
জীবন সার্থক মানি ।। ৭ ।।

প্রপঞ্চ—পঞ্চভূত-নির্ম্মিত জগৎ ।।৫।।

ভায়—অনুভূত হয়; চরণ-সীধু—শ্রীচরণামৃত ।।৬।।

মাধবতোষণী—গৌরকৃষ্ণপ্রিয়া; গৌরপ্রিয় শাক—

ভকতিবিনোদ কৃষ্ণভজনে
অনুকূল পায় যাহা ।
প্রতি দিবসে পরম সুখে
স্বীকার করয়ে তাহা ।। ৮ ।।

(৩২)

রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জকুটীর ।
গোবর্দ্ধনপর্ব্বত, যামুনতীর ।। ১ ।।

কুসুমসরোবর, মানসগঙ্গা ।
কলিন্দনন্দিনী বিপুলতরঙ্গা ।। ২ ।।

শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য ৪/২৭৯; সার্থক—সফল ।।৭।।
স্বীকার—অঙ্গীকার ।।৮।।
কুঞ্জ-কুটীর—শ্রীকৃষ্ণের বিলাসভবন ।।১।।
কুসুম-সরোবর—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী সরোবর

বংশীবট, গোকুল, ধীরসমীর ।
বৃন্দাবনতরু-লতিকা-বানীর ।। ৩ ।।

খগমৃগকুল, মলয়-বাতাস ।
ময়ূর, ভ্রমর, মুরলী-বিলাস ।। ৪ ।।

বেণু, শৃঙ্গ, পদচিহ্ন, মেঘমালা ।
বসন্ত, শশাঙ্ক, শঙ্খ, করতালা ।। ৫ ।।

যুগলবিলাসে অনুকূল জানি ।
লীলা-বিলাস-উদ্দীপক মানি ।। ৬ ।।

বিশেষ; মানস গঙ্গা—গোবর্দ্ধনস্থিত কুণ্ড বিশেষ; কলিন্দ-নন্দিনী—যমুনা ।।২।।

বংশীবট—বৃন্দাবনে রাসস্থলীর সমীপস্থ; গোকুল—শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান; ধীর সমীর—লীলাস্থান বিশেষ; বানীর—বেতস বৃক্ষ ।।৩।।

মলয় বাতাস—বসন্ত সমীরণ ।।৪।।

এ সব ছোড়ত কাঁহা নাহি যাউঁ।
এ সব ছোড়ত পরাণ হারাউঁ ॥ ৭ ॥

ভকতিবিনোদ কহে শুন কান!
তুয়া উদ্দীপক হামার পরাণ ॥ ৮ ॥

কাঁহা—কোথাও; হারাউঁ—হারাই ॥৫॥

উদ্দীপক—স্মারক বস্তুসমূহ ॥৮॥

* * *

ভজন-লালসা

(১)

হরি হে!

প্রপঞ্চে পড়িয়া অগতি হইয়া
না দেখি' উপায় আর ।
অগতির গতি চরণে শরণ,
তোমায় করিনু সার ।। ১ ।।

করম গেয়ান কিছু নাহি মোর,
সাধন ভজন নাই ।
তুমি কৃপাময়, আমি ত' কাঙ্গাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই ।। ২ ।।

প্রপঞ্চে—পাঞ্চভৌতিক জগতে; অগতি—অসৎকৃত ।।১।।
কাঙ্গাল—অতি দীন; অহৈতুকী—যোগ্যতা অপেক্ষা না

বাক্য-মনো-বেগ, ক্রোধ-জিহ্বা-বেগ,
উদর-উপস্থ-বেগ ।
মিলিয়া এ সব সংসারে ভাসায়ে
দিতেছে পরমোদ্বেগ ।। ৩ ।।

অনেক যতনে সে সব দমনে
ছাড়িয়াছি আশা আমি ।
অনাথের নাথ, ডাকি তব নাম,
এখন ভরসা তুমি ।। ৪ ।।

করিয়া ।।২।।

এই পদ্যটি শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু কৃত উপদেশামৃতের ১ম শ্লোক "বাচোবেগম্" ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত ।

পরমোদ্বেগ—দারুণ দুঃখ ।।৩।।

(২)

হরি হে!
অর্থের সঞ্চয়ে, বিষয়-প্রয়াসে,
আন-কথা-প্রজল্পনে।
আন অধিকার, নিয়ম আগ্রহে,
অসৎসঙ্গ-সংঘটনে ॥ ১ ॥

এই পদ্যটী উপদেশামৃতের ২য় শ্লোক "অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ" ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত।

প্রয়াসে—উদ্যমে; আন কথা—বাজে কথা, কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্যকথা; প্রজল্পনে—বৃথা বাক্যব্যয়ে; আন অধিকার নিয়ম আগ্রহে—অন্যের অধিকারগত নিয়ম গ্রহণ ও নিজাধিকারগত নিয়ম অগ্রহণ বা বর্জ্জন-কার্য্যে; অসৎসঙ্গ-সংঘটনে—অসাধুর সঙ্গ গ্রহণে; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে —"অসৎ সঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"১॥

অস্থির সিদ্ধান্তে, রহিনু মজিয়া,
হরি ভক্তি রৈল দূরে ।
এ হৃদয়ে মাত্র, পরহিংসা-মদ,
প্রতিষ্ঠা, শঠতা স্ফুরে ।। ২ ।।

এ সব আগ্রহ ছাড়িতে নারিনু,
আপন দোষেতে মরি ।
জনম বিফল হইল আমার,
এখন কি করি হরি ।। ৩ ।।

আমি ত' পতিত, পতিতপাবন
তোমার পবিত্র নাম ।

অস্থির সিদ্ধান্ত—লৌল্য, অনিশ্চিত বিচার; মজিয়া—মগ্ন হইয়া; রৈল—রহিল; মদ—মত্ততা; প্রতিষ্ঠা—যশোলিপ্সা; শঠতা—ধূর্ত্ততা; স্ফুরে—স্ফুরিত হয় ।।২।।

আগ্রহ—আকর্ষণ ।।৩।।

সে সম্বন্ধ ধরি' তোমার চরণে
শরণ লইনু হাম ॥ ৪ ॥

(৩)

হরি হে!
ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস,
প্রেমলাভে ধৈর্য্য-ধন ।
ভক্তি-অনুকূল কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনে,
অসৎসঙ্গ-বিসর্জ্জন ॥ ১ ॥

সে সম্বন্ধ ধরি'—সদ্গুরু-সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া ॥৪॥

এই পদ্যটী উপদেশামৃতের "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ" ৩য় শ্লোকাবলম্বনে রচিত ।

ভজনে—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যনুষ্ঠানে; ভক্তিতে বিশ্বাস —ভক্তি-সিদ্ধান্তে আস্থা; প্রেমলাভে—কৃষ্ণপ্রীতি সাধনে; প্রবর্ত্তন—প্রবৃত্ত হওয়া ॥১॥

ভক্তি-সদাচার এই ছয় গুণ
নহিল আমার নাথ!
কেমনে ভজিব তোমার চরণ
ছাড়িয়া মায়ার সাথ ॥ ২ ॥

গর্হিত আচারে রহিলাম মজি,
না করিনু সাধুসঙ্গ।
ল'য়ে সাধু-বেশ আনে উপদেশি,
এ বড় মায়ার রঙ্গ ॥ ৩ ॥

এ হেন দশায় অহৈতুকী কৃপা
তোমার পাইব হরি।
শ্রীগুরু-আশ্রয়ে ডাকিব তোমায়
কবে বা মিনতি করি' ॥ ৪ ॥

গর্হিত আচারে—নিন্দিত কর্ম্মে; রঙ্গ—বিচিত্র খেলা ।।৩।।

(৪)

হরি হে!

দান, প্রতিগ্রহ, মিথো গুপ্তকথা,

ভক্ষণ, ভোজন-দান।

সঙ্গের লক্ষণ— এই ছয় হয়,

ইহাতে ভক্তির প্রাণ ॥ ১ ॥

তত্ত্ব না বুঝিয়ে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,

অসতে এ সব করি'।

ভক্তি হারাইনু, সংসারী হইনু,

সুদূরে রহিলে হরি ॥ ২ ॥

এই পদ্যটী উপদেশামৃতের "দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি" ৪র্থ শ্লোকাবলম্বনে রচিত।

প্রতিগ্রহ—দান গ্রহণ; মিথো—পরস্পর ॥১॥

কৃষ্ণভক্ত জনে এ সঙ্গ লক্ষণে,
আদর করিব যবে
ভক্তি-মহাদেবী আমার হৃদয়-
আসনে বসিবে তবে ।। ৩ ।।

যোষিৎসঙ্গী জন, কৃষ্ণাভক্ত আর,
দুহুঁ সঙ্গ পরিহরি' ।
তব ভক্তজন সঙ্গ অনুক্ষণ
কবে বা হইবে হরি ।। ৪ ।।

(৫)

হরি হে!
সঙ্গদোষশূন্য, দীক্ষিতাদীক্ষিত,
যদি তব নাম গা'য় ।

যোষিৎসঙ্গী—স্ত্রীসঙ্গী; কৃষ্ণাভক্ত—কৃষ্ণের অভক্ত অর্থাৎ ভক্তি-হীন—যথা মায়াবাদী, নির্ব্বিশেষবাদী প্রভৃতি; দুহুঁ—দুইজনের ।।৪।।

মানসে আদর করিব তাঁহারে,
জানি' নিজ জন তায় ॥ ১ ॥

দীক্ষিত হইয়া ভজে তুয়া পদ,
তাঁহারে প্রণতি করি ।
অনন্য ভজনে, বিজ্ঞ যেই জন,
তাঁহারে সেবিব হরি ! ॥ ২ ॥

এই পদ্যটী উপদেশামৃতের "কৃষ্ণেতি যস্য গিরি" ৫ম শ্লোকাবলম্বনে রচিত ।

সঙ্গদোষশূন্য—অসৎসঙ্গমুক্ত; দীক্ষিতাদীক্ষিত—শ্রীগুরু-পদাশ্রিত বা তৎপূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত; মানসে আদর—তাহার হৃদ্গত ভাবের প্রতি সম্মান ॥১॥

দীক্ষিত······প্রণতি করি—সদ্গুরু-পদাশ্রয়ে প্রকাশিত ভক্তিচিহ্ন ভক্তকে প্রকাশিত মর্য্যাদা দান করিব, অর্থাৎ প্রণাম করিব; অনন্য ভজনে······সেবিব—ঐকান্তিক ভজনশীলের

সর্ব্বভূতে সম যে ভক্তের মতি,
তাঁহার দর্শনে মানি ।
আপনাকে ধন্য সে সঙ্গ পাইয়া
চরিতার্থ হইল জানি ।। ৩ ।।

নিষ্কপট-মতি, বৈষ্ণবের প্রতি,
এই ধর্ম্ম কবে পা'ব ।
কবে এ সংসার- সিন্ধু পার হ'য়ে,
তব ব্রজপুরে যা'ব ।। ৪ ।।

সেবা করিব ।।২।।

সর্ব্বভূতে······মতি—সমুদয় বস্তুতে কৃষ্ণ সম্বন্ধদর্শী ভক্তকে; চরিতার্থ—কৃতার্থ ।।৩।।

নিষ্কপট মতি—অকৃত্রিমভাবে ।।৪।।

(৬)

হরি হে!

নীরধর্ম্মগত জাহ্নবী-সলিলে,
পঙ্ক-ফেন দৃষ্ট হয়।
তথাপি কখন ব্রহ্মদ্রব-ধর্ম্ম
সে সলিল না ছাড়য় ॥ ১ ॥

বৈষ্ণব-শরীর অপ্রাকৃত সদা,
স্বভাব বপুর ধর্ম্মে।
কভু নহে জড়, তথাপি যে নিন্দে,
পড়ে সে বিষমাধর্ম্মে ॥ ২ ॥

এই পদ্যটী উপদেশামৃতের "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈঃ" ৬ষ্ঠ শ্লোকাবলম্বনে রচিত।

ব্রহ্মদ্রবধর্ম্ম—চিন্ময় তারল্য ॥১॥

অপ্রাকৃত—প্রকৃতি নিয়মের অতীত; স্বভাব বপুর ধর্ম্মে —নীচ-কুলে আবির্ভাব, কর্কশতা বা আলস্যাদি স্বাভাবিক

সেই অপরাধে যমের যাতনা
পায় জীব অবিরত ।
হে নন্দনন্দন! সেই অপরাধে
যেন নাহি হই হত ॥ ৩ ॥

তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার,
আমারে করুন দয়া ।
তবে মোর গতি হবে তব প্রতি,
পা'ব তব পদছায়া ॥ ৪ ॥

(৭)

ওহে!
বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি' ।

দোষ, কদর্য্যবর্ণ, কুগঠন, পীড়া-জরাদিজনিত কুদর্শন প্রভৃতি শরীরগত দোষ । বিষমাধর্ম্মে—গুরুতর অধর্ম্মে ।।২।।

দিয়া পদছায়া শোধ হে আমায়,
তোমার চরণ ধরি ।। ১ ।।

ছয় বেগ দমি' ছয় দোষ শোধি'
ছয় গুণ দেহ দাসে ।
ছয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আসে ।। ২ ।।

ছয়বেগ—বাক্য, মনোবেগ, ক্রোধ, জিহ্বাবেগ, উদর, উপস্থবেগ; ছয়দোষ—অত্যাহার, জড় বিষয়ে প্রয়াস, গ্রাম্য কথা, অসৎনিয়মাগ্রহ, অসৎজন-সঙ্গ, অস্থির সিদ্ধান্ত বা বাহ্যেন্দ্রিয় তর্পণে রুচি; ছয়গুণ—ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেমলাভে ধৈর্য্য, ভক্তির অনুকূল কর্ম্মে প্রবৃত্তি, অসৎসঙ্গ ত্যাগ, ও ভক্তি-সদাচার; ছয়সৎসঙ্গ—দান, প্রতিগ্রহ, ভজনকথা শ্রবণ ও আলাপন, মহাপ্রসাদ ভক্ষণ ও ভোজন দান ।।২।।

একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে ।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণ-নাম-ধনে ।। ৩ ।।

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে ।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'
ধাই তব পাছে পাছে ।। ৪ ।।

(৮)

হরি হে !
তোমারে ভুলিয়া অবিদ্যা-পীড়ায়
পীড়িত রসনা মোর ।
কৃষ্ণনামসুধা ভাল নাহি লাগে,
বিষয়-সুখেতে ভোর ।। ১ ।।

প্রতিদিন যদি আদর করিয়া
সে নাম কীর্ত্তন করি ।
সিতপল যেন নাশি' রোগ-মূল
ক্রমে স্বাদু হয় হরি ।। ২ ।।

দুর্দ্দৈব আমার সে নামে আদর
না হইল দয়াময়!

এই পদ্যটী উপদেশামৃতের "স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি" ৭ম শ্লোকাবলম্বনে রচিত ।

সিতপল—মিছরি ।।২।।

দুর্দ্দৈব—দুষ্কৃতি, অপরাধ; দশ অপরাধ—"(১) নামপরায়ণ সাধু-নিন্দা, (২) শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা—এ সকলকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা এবং শ্রীভগবান্ হইতে শিবাদি অন্য কেহ পৃথক্ ঈশ্বর আছেন—এরূপ মনে করা, (৩) নাম শিক্ষা গুরুর অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিমা-বাচক

দশ অপরাধ আমার দুর্দ্দৈব,
কেমনে হইবে ক্ষয় ।। ৩ ।।

অনুদিন যেন তব নাম গাই,
ক্রমেতে কৃপায় তব ।
অপরাধ যা'বে, নামে রুচি হ'বে,
আস্বাদিব নামাসব ।। ৪ ।।

শাস্ত্রের অবজ্ঞা, (৫) নামের মহিমা 'কেবল স্তব মাত্র'—এরূপ মনে করা, (৬) নামকে কল্পিত জ্ঞান করা, (৭) নামবলে পাপ করা, (৮) নামকে অন্যান্য শুভ কর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান করা, (৯) শ্রদ্ধাহীন নামোপদেশ, এবং (১০) অহংতা-মমতারূপ অভিমানের সহিত নামানুশীলন করা—এই 'দশটী নামাপরাধ'; ইহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ।" —শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ।।৩।।

অনুদিন—নিরন্তর; নামাসব—নাম-মধু ।।৪।।

(৯)

হরি হে!

শ্রীরূপ গোসাঞি শ্রীগুরু-রূপেতে
শিক্ষা দিল মোর কাণে।
জান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল!
রতি পাবে নাম-গানে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ-নাম-রূপ- গুণ-সুচরিত,
পরম যতন করি'।
রসনা মানসে, করহ নিয়োগ
ক্রম বিধি অনুসরি' ॥ ২ ॥

এই পদ্যটী উপদেশামৃতের ৮ম শ্লোক "তন্নাম-রূপ-চরিতাদি" অবলম্বনে রচিত।

সুচরিত — অপ্রাকৃত লীলা; ক্রমবিধি —"আদৌ নাম্নঃ শ্রবণং······"; অনুসরি—অনুসরণ করিয়া ॥২॥

ব্রজে করি' বাস, রাগানুগা হঞা
স্মরণ-কীর্ত্তন কর ।
এ নিখিল কাল করহ যাপন,
উপদেশ-সার ধর' ॥ ৩ ॥

হা ! রূপ গোসাঞি, দয়া করি' কবে,
দিবে দীনে ব্রজবাসা ।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ
হইতে দাসের আশা ॥ ৪ ॥

রাগানুগা—নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক ব্রজবাসী জনের অনুগতা ॥৩॥

রাগাত্মিক—ব্রজের নিত্যসিদ্ধ দাস, সখা, পিত্রাদি ও প্রেয়সীর গণ—ইহারা রাগাত্মিক জন ॥৪॥

(১০)

গুরুদেব !

বড় কৃপা করি' গৌড়বন-মাঝে
গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান ।
আজ্ঞা দিলা মোরে এই ব্রজে বসি'
হরিনাম কর গান ॥ ১ ॥

কিন্তু কবে প্রভু, যোগ্যতা অর্পিবে
এ দাসেরে দয়া করি' ।
চিত্ত স্থির হবে, সকল সহিব,
একান্তে ভজিব হরি ॥ ২ ॥

শৈশব-যৌবনে, জড়সুখ-সঙ্গে,
অভ্যাস হইল মন্দ ।

গোদ্রুমে—অভিন্ন নন্দীশ্বরে; এই ব্রজে—ব্রজাভিন্ন নবদ্বীপে ॥১॥

নিজকর্ম্ম-দোষে এ দেহ হইল,
ভজনের প্রতিবন্ধ ।। ৩ ।।

বার্দ্ধক্যে এখন পঞ্চরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল ।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে
পড়িয়াছি সুবিহ্বল ।। ৪ ।।

(১১)

গুরুদেব !

কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে
তৃণাপেক্ষা অতি দীন ।

প্রতিবন্ধ—অন্তরায়, বিঘ্ন, বাধা ।।৩।।

পঞ্চরোগ—বিবিধ রোগ; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চ ক্লেশকেও কেহ কেহ 'পঞ্চরোগ' বলেন ।।৪।।

সকল সহনে বল দিয়া কর
নিজ মানে স্পৃহাহীন ।। ১ ।।

সকলে সম্মান করিতে শকতি
দেহ নাথ! যথাযথ ।
তবে ত' গাইব হরিনাম সুখে,
অপরাধ হবে হত ।। ২ ।।

কবে হেন কৃপা লভিয়া এ জন
কৃতার্থ হইবে, নাথ!
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর' মোরে আত্মসাথ ।। ৩ ।।

যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার ।

এই পদ্যটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোক "তৃণাদপি সুনীচেন" ইত্যাদির অনুসরণে লিখিত ।

করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর ।। ৪ ।।

(১২)

গুরুদেব ! কবে মোর সেই দিন হবে ।
মন স্থির করি' নির্জ্জনে বসিয়া ।
কৃষ্ণনাম গাব যবে ।
সংসার-ফুকার কাণে না পশিবে,
দেহ-রোগ দূরে রবে ।। ১ ।।

'হরে কৃষ্ণ' বলি' গাহিতে গাহিতে,
নয়নে বহিবে লোর ।

নির্জ্জনে—"কীর্ত্তন প্রভাবে, স্মরণ হইবে, সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব ।।"; ফুকার—কোলাহল; দেহ-রোগ দূরে রবে—দেহস্মৃতি থাকিবে না ।।১।।

দেহেতে পুলক উদিত হইবে,
প্রেমেতে করিবে ভোর ।। ২ ।।

গদ-গদ বাণী মুখে বাহিরিবে,
কাঁপিবে শরীর মম ।
ঘর্ম্ম মুহুর্ম্মুহুঃ, বিবর্ণ হইবে,
স্তম্ভিত প্রলয়-সম ।। ৩ ।।

নিষ্কপটে হেন দশা কবে হ'বে,
নিরন্তর নাম গাব ।
আবেশে রহিয়া দেহযাত্রা করি'
তোমার করুণা পাব ।। ৪ ।।

লোর—অশ্রু; পুলক—রোমাঞ্চ ।।২।।

নিরপরাধে হরিনাম-কীর্ত্তনের ফলে অপ্রাকৃত ভাব-বিকার উদিত হয় । যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—"নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ।।"; (১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ,

(১৩)

গুরুদেব ! কবে তব করুণা প্রকাশে ।
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা হয় নিত্যতত্ত্ব,
এই দৃঢ় বিশ্বাসে ।
'হরি হরি' বলি' গোদ্রুম কাননে
ভ্রমিব দর্শন আশে ।। ১ ।।

নিতাই, গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, শ্রীবাস,
গদাধর—পঞ্চজন ।
কৃষ্ণনাম-রসে ভাসা'বে জগৎ
করি' মহাসংকীর্ত্তন ।। ২ ।।

---

(৪) স্বরভেদ, (৫) কম্প, (৬) বৈবর্ণ্য, (৭) অশ্রু, (৮) প্রলয় (মূর্চ্ছা)—ইহাদিগকে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার বলে ।।২-৪।।

দর্শন আশে—অর্থাৎ বহির্দ্দর্শন-আশে ।।১।।

জগৎ—ভুবন ।।২।।

নর্ত্তন-বিলাস, মৃদঙ্গ-বাদন,
শুনিব আপন-কাণে ।
দেখিয়া দেখিয়া, সে লীল-মাধুরী,
ভাসিব প্রেমের বানে ।। ৩ ।।

না দেখি' আবার, সে লীলা-রতন,
কাঁদি 'হা গৌরাঙ্গ' বলি' ।
আমারে বিষয়ী 'পাগল' বলিয়া
অঙ্গেতে দিবেক ধূলি ।। ৪ ।।

পাগল বলিয়া—যথা শ্রীসার্ব্বভৌম—"হরি-রস-মদিরা-মদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ ।।৪।।

সিদ্ধি-লালসা

(১৪)

কবে গৌর-বনে, সুরধুনী-তটে
'হা রাধে হা কৃষ্ণ' ব'লে ।
কাঁদিয়া বেড়াব, দেহ-সুখ ছাড়ি'
নানা-লতাতরুতলে ।। ১ ।।

শ্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী জল ।
পুলিনে পুলিনে গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল ।। ২ ।।

ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ ।

গৌর-বনে—শ্রীগৌরসুন্দরের বিহারক্ষেত্রে ।।১।।
শ্বপচ—কুকুর মাংসভোজী চণ্ডাল; পুলিনে—তীরে ।।২।।

বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি,
ধরি' অবধূত-বেশ ।। ৩ ।।

গৌড়-ব্রজ-জনে ভেদ না হেরিব,
হইব বরজবাসী ।
ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী ।। ৪ ।।

লেশ—কণা ।।৩।।

গৌড়-ব্রজ-জন—শ্রীগৌড়-মণ্ডল ও শ্রীব্রজ-মণ্ডলের পরিকর (ভগবৎ পার্ষদ); শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর—

"শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস ।" বরজবাসী—ব্রজবাসী;

ধামের স্বরূপ—ধামের চিদানন্দ স্বরূপ;

হইব রাধার দাসী—রাধা-কৈঙ্কর্য্য লাভ করিব ।।৪।।

(১৫)

দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে
নিজ-স্থূল-পরিচয় ।
নয়নে হেরিব ব্রজপুরশোভা
নিত্য চিদানন্দময় ॥ ১ ॥

বৃষভানুপুরে জনম লইব,
যাবটে বিবাহ হ'বে ।
ব্রজগোপী-ভাব হইবে স্বভাব,
আন-ভাব না রহিবে ॥ ২ ॥

নিজ-স্থূল-পরিচয়—নিজের জড় জগতের পরিচয় ॥১॥

বৃষভানুপুরে·······আন ভাব না রহিবে — যাবটে — শ্রীরাধারাণীর শ্বশুরালয়ে, যথা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর—"কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব ॥ যাবটে আমার কবে, এ-পাণি গ্রহণ হবে, বসতি করিব কবে তায় ॥"; আন—গোপীভিন্ন অন্য ॥২॥

নিজ সিদ্ধদেহ, নিজ সিদ্ধনাম,
নিজ-রূপ-স্ববসন ।
রাধাকৃপা-বলে লভিব বা কবে
কৃষ্ণপ্রেম প্রকরণ ।। ৩ ।।

নিজ-সিদ্ধদেহ······প্রকরণ—যথা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর—"যাহার উজ্জ্বল রস সাধিতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তিনি ব্রজ-গোপীর আনুগত্য অবশ্যই স্বীকার করিবেন। ব্রজ-গোপীস্বরূপ লাভ না করিলে শৃঙ্গার রসের অধিকারী হওয়া যায় না। একাদশ প্রকার ভাব গ্রহণ করিলে ব্রজগোপীত্ব লাভ হয়। একাদশ প্রকার ভাব যথা—সম্বন্ধ, বয়স, নাম, রূপ, যূথ-প্রবেশ, বেশ, আজ্ঞা, বাসস্থান, সেবা, পরাকাষ্ঠা ও পাল্য-দাসীভাব। সাধক, জগতে যে আকারে থাকুন না কেন, হৃদয়ে এই একাদশটি ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক ভজন করিবেন।"

—শ্রীহরিনাম চিন্তামণি

রাধাকৃপা-বলে—রাধাভিন্ন শ্রীগুরু কৃপাবলে; প্রকরণ—পদ্ধতি ।।৩।।

যামুন সলিল আহরণে গিয়া
বুঝিব যুগল-রস ।
প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে পাগলিনী-প্রায়
গাইব রাধার যশ ।। ৪ ।।

(১৬)

বৃষভানুসুতা- চরণ-সেবনে
হইব যে পাল্যদাসী ।
শ্রীরাধার সুখ সতত সাধনে
রহিব আমি প্রয়াসী ।। ১ ।।

পাল্যদাসী—নিত্যসিদ্ধা সখীগণের আশ্রিতা; ব্রজবিলাস-স্তবে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু এই রূপ 'পাল্যদাসীর' ভাব নিরূপণ করিয়াছেন—"যিনি গাঢ় প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়া প্রিয়তাদ্বারা প্রাগল্‌ভ্য লাভ করতঃ প্রতিদিন ক্রমে প্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাভিসার করাইয়া থাকেন এবং বৈদগ্ধ্যক্রমে

শ্রীরাধার সুখে কৃষ্ণের যে সুখ,
জানিব মনেতে আমি ।
রাধাপদ ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে
কভু না হইব কামী ।। ২ ।।

স্বীয় সখী শ্রীরাধিকাকে রসের সহিত মান শিক্ষা দেন, সেই ললিতা আমাকে নিজগণে গ্রহণ করুন অর্থাৎ আমাকে 'পাল্য-দাসী' বলিয়া স্বীকার করুন ।।"১।।

শ্রীরাধার সুখে······কামী—যথা শ্রীজৈবধর্ম্মে—"তুমি রাধিকার অনুচরী—তাঁহার সেবাই তোমার সেবা । তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া নির্জ্জনে কৃষ্ণসন্নিধানে গেলে, কৃষ্ণ যদি তোমার প্রতি রতি প্রকাশ করেন, তুমি তাহা স্বীকার করিবে না—তুমি রাধিকার দাসী, শ্রীরাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণ-সেবা স্বতন্ত্রা হইয়া করিবে না। রাধাকৃষ্ণ সমান স্নেহ রাখিয়াও রাধিকার দাস্য-প্রেমে কৃষ্ণের দাস্য-প্রেম অপেক্ষা অধিকতর

সখীগণ মম পরম-সুহৃৎ,
যুগল-প্রেমের গুরু ।
তদনুগ হ'য়ে সেবিব রাধার
চরণ-কলপ-তরু ॥ ৩ ॥

আগ্রহ করিবে—ইহারই নাম 'সেবা' । শ্রীরাধার অষ্টকালীন সেবাই তোমার সেবা ।।"২।।

সখীগণ মম·········কল্পতরু—শ্রীজৈবধর্ম্মে—"যাঁহারা তাম্বুলার্পণ, পাদমর্দ্দন, জলদান ও অভিসারাদি কার্য্য দ্বারা প্রিয়তার সহিত শ্রীমতী রাধিকাকে নিত্য তুষ্ট করেন, সেই প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীগণ অপেক্ষা সেবাকার্য্যে অসঙ্কোচ-ভাবপ্রাপ্তা সেই বৃষভানুনন্দিনীর রূপমঞ্জরী-প্রমুখ দাসীগণকে আমি আশ্রয় করি; অর্থাৎ আমার সেবাকার্য্যে তাঁহাদিগকে শিক্ষাগুরু বলিয়া অভিমান করি ।।"৩।।

রাধা-পক্ষ ছাড়ি' যে জন সে জন
যে ভাবে সে ভাবে থাকে ।
আমি ত' রাধিকা- পক্ষপাতী সদা,
কভু নাহি হেরি তাকে ।। ৪ ।।

রাধাপক্ষ······তাকে—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর 'স্বনিয়ম-দশকম্' ৬ষ্ঠ শ্লোক দ্রষ্টব্য । "বীণাবাদক নারদাদি মুনিগণ বেদসমূহে যাঁহাকে গান করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীরাধাকে দম্ভবশতঃ অনাদর পূর্ব্বক যে দাম্ভিক কপটী কেবল মাত্র গোবিন্দের ভজন করে, তাহার অপবিত্র সমীপদেশে আমি মুহূর্ত্ত কালও গমন করি না, ইহাই আমার একমাত্র ব্রত ।"; আরও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত 'স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্' ৯ম শ্লোকে—" 'অরাধং গোবিন্দং ভজতি নিতরাং দাম্ভিকতয়া, তদভ্যাসে কিন্তু ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ।' যে ব্যক্তি অত্যন্ত দম্ভবশতঃ শ্রীরাধা-শূন্য গোবিন্দের ভজন করেন, আমি কিন্তু তাহার নিকটে অল্প সময়ও যাইব না, ইহা আমার নিয়ম ।।"৪।।

* * *

বিজ্ঞপ্তি

রাগিণী—সুরট-খাম্বাজ, একতালা

কবে হবে বল, সে দিন আমার ।
(আমার) অপরাধ ঘুচি'　　শুদ্ধ নামে রুচি
কৃপা-বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার ।। ১ ।।

তৃণাধিক হীন　　কবে নিজে মানি,
সহিষ্ণুতা-গুণ হৃদয়েতে আনি' ।
সকলে মানদ,　　আপনি অমানী,
হয়ে আস্বাদিব নাম-রস-সার ।। ২ ।।

ধন জন আর　　কবিতা সুন্দরী,
বলিব না চাহি দেহ-সুখকরী ।

রুচি—অনুরাগ; কৃপাবলে—নাম বা গুরুকৃপা বলে ।।১।।

তৃণাধিক হীন······সার—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোকানুসরণে লিখিত ।।২।।

জন্মে জন্মে দাও ওহে গৌরহরি,
অহৈতুকী ভক্তি চরণে তোমার ।। ৩ ।।

(কবে) করিতে শ্রীকৃষ্ণ- নাম উচ্চারণ
পুলকিত দেহ গদ্‌গদ বচন ।
বৈবর্ণ্য-বেপথু হবে সংঘটন
নিরন্তর নেত্রে ব'বে অশ্রুধার ।। ৪ ।।

কবে নবদ্বীপে সুরধুনী-তটে
'গৌর-নিত্যানন্দ' বলি' নিষ্কপটে ।
নাচিয়া গাইয়া, বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার ।। ৫ ।।

ধন জন······তোমার—শ্রীশিক্ষাষ্টকের ৪র্থ শ্লোক "ন ধনং ন জনম্" ইত্যাদির অনুসরণে লিখিত ।।৩।।

বৈবর্ণ্য-বেপথু ইত্যাদি—অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার ।।৪।।

কবে নবদ্বীপে······বিচার—যথা শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতের ধৃত শ্লোক—"কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্ । উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ।।"৫।।

কবে নিত্যানন্দ মোরে করি' দয়া
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া।
দিয়া মোরে নিজ- চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার ॥ ৬ ॥

কিনিব, লুটিব হরি-নাম-রস,
নাম-রসে মাতি' হইব বিবশ।
রসের রসিক- চরণ-পরশ
করিয়া মজিব রসে অনিবার ॥ ৭ ॥

কবে নিত্যানন্দ……মায়া—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর—"আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে। সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে ॥"৬॥

হইব বিবশ—আত্মবিস্মৃত হইব; রসের রসিক—নাম রসদাতা শ্রীগুরুদেব ॥৭॥

কবে জীবে দয়া হইবে উদয়,
নিজ সুখ ভুলি' সুদীন-হৃদয় ।
ভকতিবিনোদ করিয়া বিনয়,
শ্রীআজ্ঞা-টহল করিবে প্রচার ।। ৮ ।।

জীবে দয়া—বহির্ম্মুখ জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই জীবে দয়া; শ্রীআজ্ঞাটহল—ভ্রমণ করিতে করিতে নাম কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ পালন । যথা—"প্রভুর কৃপায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষা । বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ।। অপরাধ-শূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম । কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ।। কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার । জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার ।।"৮।।

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল ।
বিষয়বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম ।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া
বরিষয় সুধা অনুপম ।। ১ ।।

হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ ।

কর্ণরন্ধ্র পথ······অনুপম—যথা মহাজন পদাবলী—"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মম প্রাণ । ন জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো, পরাণ ছাড়িতে নাহি পারে ।"; বরিষয়—বর্ষণ করে; অনুপম—অতুলনীয় ।।১।।

কণ্ঠে মোরে ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ ।। ২ ।।

চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর ।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব-দেহ জর জর ।। ৩ ।।

করি' এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে ।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে ।। ৪ ।।

বলে—বলপূর্ব্বক ।।২।।

প্রলয়—মৃতের ন্যায় অবস্থা; অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারের অন্যতম; জর জর—জাড্যভাবময় ।।৩।।

করি' এত উপদ্রব—বাহ্য দৃষ্টিতে এত উৎপাত করিয়াও; সুধাদ্রব—অমৃতরস; ডারে—ঢালিয়া দেয়: মোর চিত্তবিত্ত সব

লইনু আশ্রয় যা'র, হেন ব্যবহার তা'র,
বলিতে না পারি এ সকল ।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল ।। ৫ ।।

প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ ।
ঈষৎ বিকশি' পুনঃ দেখায় নিজ রূপগুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ ।। ৬ ।।

পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস ।

হরে — শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর — "দাসীকৃতা গোপবধূ-বিটেন ।।"৪।।

সুখের সম্বল—সাধনের উপকরণ ।।৫।।

কলিকা—কুঁড়ি; ধাম—আধার; ঈষৎ বিকশি—স্বল্প আত্ম-প্রকাশ করিয়া ।।৬।।

মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ ।। ৭ ।।

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি, অখিল-রসের খনি,
নিত্য-মুক্ত শুদ্ধরসময় ।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয় ।। ৮ ।।

পূর্ণ বিকশিত········বিলাস—নাম-নামী অভেদ দর্শন; স্বরূপ-বিলাস — চিদ্বৈচিত্র্য; সিদ্ধ দেহ — শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবনোপযোগী চিন্ময় দেহ; এ দেহের করে সর্ব্বনাশ—বস্তু-সিদ্ধি দান করে ।।৭।।

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি······শুদ্ধ রসময়—যথা শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে—"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ । পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ।।"; চিন্তামণি—অভীষ্ট ফলদাতা; নামের বালাই—বালাই শব্দে 'বিঘ্ন', এখানে 'অপরাধ' ।।৮।।

* * *

শরণাগতের প্রার্থনা

তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং
ভবনেষ্বস্ত্বপি কীটজন্ম মে ।
ইতরাবসথেষু মাস্মভূ-
দপি জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা ।।

—শ্রীযামুনাচার্য্য

কামাদিনাং কতি ন কতিধা
পালিতা দুর্নির্দেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা
ন ত্রপা নোপশান্তিঃ ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে
সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং
মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ।।

—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু

নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্ ।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃষামি দীনঃ ।।

—শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৯/৩৯

দুরিত-দূষিত মন অসাধু মানস ।
কাম-হর্ষ-শোক-ভয়-এষণার বশ ।।
তব কথা-রতি কিসে হইবে আমার ?
কিসে কৃষ্ণ তব লীলা করিব বিচার ?

* * *

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তো
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ।।

—শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৯/৪০

জিহ্বা টানে রস প্রতি উপস্থ্ কদর্থে ।
উদর ভোজনে টানে বিষম অনর্থে ।।
চর্ম্ম টানে শয্যাদিতে, শ্রবণ কথায় ।
ঘ্রাণ টানে সুরভিতে, চক্ষু দৃশ্যে যায় ।।
কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্মে টানে, বহুপত্নী যথা ।
গৃহপতি আকর্ষয় মোর মন তথা ।।
এমত অবস্থা মোর শ্রীনন্দনন্দন ।
কিরূপে তোমার লীলা করিব স্মরণ ?

* * *

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্ ।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ।।

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১৪/৩০

এই ব্রহ্ম-জন্মেই বা অন্য কোন ভবে ।
পশু-পক্ষী হয়ে জন্মি তোমার বিভবে ।।
এই মাত্র আশা তব ভক্তগণ সঙ্গে ।
থাকি তব পদসেবা করি নানা রঙ্গে ।।

* * *

কো ন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্ল্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ ।।

—শ্রীমদ্ভাগবত ৩/৪/১৫

কৃষ্ণ, তব পাদপদ্মে ভক্তি আছে যাঁর ।
চতুর্ব্বর্গ মধ্যে কিবা অপ্রাপ্য তাঁহার ।।
তথাপি তোমার পদসেবা মাত্র চাই ।
অন্য কোন অর্থে মোর প্রয়োজন নাই ।।

* * *

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচি-
ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ।।

—শ্রীমদ্ভাগবত ৪/২০/২৪

যাহাতে তোমার পদসেবা-সুখ নাই ।
সেই বর আমি নাথ কভু নাহি চাই ।।
ভক্তের হৃদয় হৈতে তব গুণ-গান ।
শুনিতে অযুত কর্ণ করহ বিধান ।।

* * *

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্ ।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহস্য কাঙ্ক্ষে ।

—শ্রীমদ্ভাগবত ৬/১১/২৫

স্বর্গ, পরমেষ্ঠি-স্থান, সার্ব্বভৌম-পদ ।
রসাতল-আধিপত্য, যোগের সম্পদ ॥
নির্ব্বাণ ইত্যাদি যত ছাড়ি' সেবা তব ।
নাহি মাগি, এ মোর প্রতিজ্ঞা অকৈতব ॥

* * *

অহং হরে তব পাদৈকমূল-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ ।
মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণাংস্তে
গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত ৬/১১/২৪

ছিনু তব নিত্য-দাস, গলে বাঁধি' মায়া-পাশ
সংসারে পাইনু নানা ক্লেশ ।
এবে পুনঃ করি' আশ, হঞা তব দাসের দাস,
ভজি' পাই তব ভক্তিলেশ ॥
প্রাণেশ্বর তব গুণ, স্মরুক মন পুনঃ পুনঃ
তব নাম জিহ্বা করুক গান ।
করদ্বয় তব কর্ম্ম, করিয়া লভুক শর্ম্ম,
তব পদে সঁপিনু পরাণ ॥

শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবন্দনা ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং
তং স জীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ।।

শ্রীগুরু-প্রণাম

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীতি বিদিতো গৌড়ীয়-গুর্ব্বন্বয়ে
ভাতো ভানুরিব প্রভাতগগনে যো গৌর-সঙ্কীর্ত্তনৈঃ।
মায়াবাদ-তিমিঙ্গিলোদরগতানুদ্ধৃত্য জীবানিমান্
কৃষ্ণপ্রেম-সুধাব্ধিগাহনসুখং প্রাদাৎ প্রভুং তং ভজে ॥১॥

নমো গৌরকিশোরায় ভক্তাবধূতমূর্ত্তয়ে।
গৌরাঙ্ঘ্রি-পদ্মভৃঙ্গায় রাধাভাবনিষেবিণে ॥২॥

বন্দে ভক্তিবিনোদং শ্রীগৌরশক্তিস্বরূপকম্।
ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞসম্রাজং রাধারসসুধানিধিম্ ॥৩॥

গৌড়ব্রজাশ্রিতাশেষৈর্বৈষ্ণবৈর্বন্দ্যবিগ্রহম্।
জগন্নাথপ্রভুং বন্দে প্রেমাব্ধিং বৃদ্ধবৈষ্ণবম্ ॥৪॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥৫॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥৬॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥৭॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দ মতের্গতী ।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥৮॥

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্টবাটীম্ ।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥৯॥

অথ নত্বা মন্ত্রগুরূন্ গুরূন্ ভাগবতার্থদান্ ।
ব্যাসান্ জগদ্গুরূন্ নত্বা ততো জযো মুদীরয়েৎ ॥১০॥

জয়ঃ সপরিকর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধার্ব্বিকা-গিরিধারী
পাদপদ্মানাং জয়স্তু ইত্যাদি ক্রমেণ—

বেদর্ত্তুযুগ-গৌরাব্দে গৌরাবির্ভাব-বাসরে ।
শ্রীলঘুচন্দ্রিকাভাষ্যং সমাপ্তং সাধুসঙ্গতম্ ॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ

শ্রীমচ্চৈতন্য-সারস্বত-মঠবর-উদগীতকীর্ত্তির্জয়শ্রীং
বিভ্রৎসংভাতিগঙ্গাতট-নিকট-নবদ্বীপ-কোলাদ্রি-রাজে ।
যত্র শ্রীগৌর-সারস্বত-মত-নিরতা গৌরগাথা গৃণন্তি
নিত্যং রূপানুগ-শ্রীকৃতমতি-গুরুগৌরাঙ্গ-রাধাজিতাশা ॥